ষড়বিংশতি অধ্যায়

নরকের বর্ণনা

এই ষড়বিংশ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে পাপীরা তাদের পাপ অনুসারে বিভিন্ন নরকে গমন করে এবং যমদূতদের দ্বারা নানা প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করে। *ভগবদ্গীতায়* (৩/২৭) উল্লেখ করা হয়েছে—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥

"প্রকৃতিতে সবকিছুই সম্পাদিত হয় গুণ এবং কর্ম অনুসারে, কিন্তু অহঙ্কারের দ্বারা বিমোহিত হয়ে জীব নিজেকে কর্তা বলে অভিমান করে।" মূর্খ মানুষ মনে করে যে, সে কোনও আইনের অধীন নয়। সে মনে করে যে, ভগবান বা কোন নিয়ন্তা নেই এবং সে তার খেয়ালখুশি মতো যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। এইভাবে সে বিভিন্ন পাপকর্মে লিপ্ত হয়, এবং তার ফলে প্রকৃতির নিয়মে তাকে জন্ম-জন্মান্তরে বিভিন্ন নারকীয় পরিবেশে দণ্ডস্বরূপ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। তার এই যন্ত্রণা ভোগের মূল কারণ হচ্ছে যে, সে মূর্খতাবশত নিজেকে স্বাধীন বলে মনে করে, যদিও সে সর্বদাই জড়া প্রকৃতির কঠোর নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই সমস্ত নিয়ম কার্য করে প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, এবং তাই প্রতিটি মানুষ তিনটি বিভিন্ন প্রকার প্রভাবের অধীনে কর্ম করে। তার কর্ম অনুসারে সে এই জীবনে অথবা পরবর্তী জীবনে বিভিন্ন প্রকার ফল ভোগ করে। ধার্মিক ব্যক্তিরা নাস্তিকদের থেকে ভিন্নভাবে আচরণ করে, এবং তাই তারা যে কর্মফল ভোগ করে তাও ভিন্ন।

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এই আটাশটি নরকের বর্ণনা করেছেন—তামিস্র, অন্ধতামিস্র, রৌরব, মহারৌরব, কুম্ভীপাক, কালসূত্র, অসিপত্রবন, সূকরমুখ, অন্ধকূপ, কৃমিভোজন, সন্দংশ, তপ্তসূর্মি, বজ্রকণ্টক-শাল্মলী, বৈতরণী, পূয়োদ, প্রাণরোধ, বিশসন, লালাভক্ষ, সারমেয়াদন, অবীচি, অয়ঃপান, ক্ষারকর্দম, রক্ষোগণ-ভোজন, শূলপ্রোত, দন্দশূক, অবটনিরোধন, পর্যাবর্তন এবং সূচীমুখ।

যে ব্যক্তি অপরের ধন, স্ত্রী প্রভৃতি অপহরণ করে, তাকে তামিস্র নামক নরকে যেতে হয়। যে ব্যক্তি পতিকে বঞ্চনা করে তার স্ত্রীকে ভোগ করে, তাকে

অন্ধতামিস্র নামক ভয়ঙ্কর নরকে যেতে হয়। দেহাত্ম-বুদ্ধিতে মগ্ন থেকে যে সমস্ত মূর্খ মানুষেরা জীব-হিংসার দ্বারা স্ত্রী-পুত্রাদির ভরণ-পোষণ করে, তারা রৌরব নামক নরকে পতিত হয়। যে সমস্ত পশুর প্রতি হিংসা করা হয়েছিল, তারা সেখানে রুরু নামক এক প্রকার প্রাণীরূপে জন্মগ্রহণ করে তাদের ভীষণ যন্ত্রণা দেয়। যারা পশু-পাখি হত্যা করে রন্ধন করে, যমদূতরা তাদের কুম্ভীপাক নামক নরকে নিয়ে গিয়ে ফুটন্ত তেলে পাক করে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ-হত্যা করে, তাকে কালসূত্র নামক নরকে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানকার ভূমি তাম্রময় ও সমতল এবং তা একটি চুল্লীর মতো উত্তপ্ত। ব্রহ্মঘাতীকে সেখানে বহু বছর ধরে পোড়ানো হয়। যে শাস্ত্রের নির্দেশ না মেনে নিজের খেয়ালখুশি মতো আচরণ করে অথবা পাষণ্ডী-মত অবলম্বন করে, তাকে অসিপত্রবন নামক নরকে নিয়ে যাওয়া হয়। যে সমস্ত রাজপুরুষ অন্যায়ভাবে বিচার করে নিরপরাধ ব্যক্তিকে দণ্ড দেয়, যমদূতরা তাদের সূকরমুখ নামক নরকে নিয়ে গিয়ে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে প্রহার করে।

ভগবান মানুষদের বিবেক-শক্তি প্রদান করেছেন, যার ফলে তারা অন্যের সুখ-দুঃখ অনুভব করতে পারে। কিন্তু যারা বিবেকরহিত হয়ে অন্য প্রাণীদের কষ্ট দেয়, যমদূতরা তাদের অন্ধকূপ নামক নরকে নিয়ে যায়, এবং জীবিত অবস্থায় তারা যে সমস্ত প্রাণীদের কষ্ট দিয়েছিল, সেই সমস্ত প্রাণীরা তাদের সেখানে কষ্ট দিতে থাকে। যে সমস্ত মানুষ অতিথিদের খেতে না দিয়ে স্বয়ং ভোগ করে, তারা কৃমিভোজন নামক নরকে পতিত হয়। সেখানে অসংখ্য কৃমি তাদের ভক্ষণ করতে থাকে।

চৌর্যবৃত্তির ফলে সন্দংশ নামক নরক লাভ হয়। যে স্ত্রীতে গমন করা উচিত নয়, তার সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের ফলে তপ্তসূর্মি নরকে পতিত হতে হয়। পশুদের সঙ্গে যৌনাচার করার ফলে, বজ্রকণ্টক-শাল্মলী নামক নরকে পতিত হতে হয়। সম্ভ্রান্ত বা উচ্চ-কুলজাত ব্যক্তি যদি স্বধর্ম থেকে ভ্রষ্ট হয়, তা হলে তাকে নরকের পরিখাস্বরূপ রক্ত, পুঁজ, মূত্র ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ বৈতরণী নদীতে পতিত হতে হয়। যে ব্যক্তি পশুর মতো আচরণ করে, তাকে পূয়োদ নামক নরকে নিয়ে যাওয়া হয়। যে ব্যক্তি শাস্ত্রের অনুমোদন ব্যতীত বনে গিয়ে নৃশংসভাবে পশুহত্যা করে, তাকে প্রাণরোধ নামক নরকে নিয়ে যাওয়া হয়। যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে যজ্ঞের নামে পশুহত্যা করে, তাকে বিশসন নামক নরকে গমন করতে হয়। যে ব্যক্তি বলপূর্বক তার স্ত্রীকে বীর্যপান করায়, তাকে লালাভক্ষ নামক নরকে পতিত হতে হয়। যে ব্যক্তি আগুন লাগায় অথবা প্রাণ নাশ করার জন্য বিষ প্রয়োগ করে, তাকে সারমেয়াদন নামক নরকে পতিত হতে হয়। যে ব্যক্তি মিথ্যা

সাক্ষ্য প্রদান করার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে, তাকে অবীচি নামক নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়।

সুরাপানে আসক্ত ব্যক্তিকে অয়ঃপান নামক নরকে যেতে হয়। গুরুজনদের প্রতি উপযুক্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করে মর্যাদা লঙ্ঘন করার ফলে, ক্ষারকর্দম নামক নরকে পতিত হতে হয়। ভৈরবের কাছে নরবলি দিলে তাকে রক্ষোগণ-ভোজন নামক নরকে পতিত হতে হয়। আশ্রিত পশু-পক্ষীদের হত্যা করলে শূলপ্রোত নামক নরকে গমন করতে হয়। যে ব্যক্তি অন্যদের পীড়া দেয়, তাকে দন্দশূক নামক নরকে গমন করতে হয়। যে ব্যক্তি প্রাণীদের গুহায় আবদ্ধ করে পীড়া দেয়, তাকে অবট-নিরোধন নামক নরকে পতিত হতে হয়। অতিথি ও অভ্যাগতদের প্রতি অনর্থক ক্রোধ প্রদর্শন করলে, পর্যাবর্তন নামক নরকে পতিত হতে হয়। ধনমদে মত্ত হয়ে যে ব্যক্তি সর্বদা কি করে আরও ধন সংগ্রহ করা যায় সেই চিন্তায় মগ্ন থাকে, তাকে সূচীমুখ নামক নরকে পতিত হতে হয়।

নরকের বর্ণনা করার পর শুকদেব গোস্বামী বর্ণনা করেছেন যে, পুণ্যবান ব্যক্তিরা কিভাবে দেবতাদের আবাসস্থল স্বর্গলোকে উন্নীত হন, কিন্তু তাঁদের পুণ্য ক্ষয় হয়ে গেলে তাঁদের আবার এই মর্ত্যলোকে ফিরে আসতে হয়। তারপর শ্রীল শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজের কাছে ভগবানের বিশ্বরূপ এবং সেই রূপের মাহাত্ম্য কীর্তন করেছেন।

শ্লোক ১

রাজোবাচ

মহর্ষ এতদ্বৈচিত্র্যং লোকস্য কথমিতি ॥ ১ ॥

রাজা উবাচ—মহারাজ বললেন; **মহর্ষে**—হে মহান ঋষি (শুকদেব গোস্বামী); **এতৎ**—এই; **বৈচিত্র্যম্**—বৈচিত্র্য; **লোকস্য**—জীবের; **কথম্**—কিভাবে; **ইতি**—এই প্রকার।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন—হে মহর্ষে, জীবকে কেন এই জড় জগতে বিভিন্ন জড় পরিস্থিতি ভোগ করতে হয়? দয়া করে সেই কথা আপনি বর্ণনা করুন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বিশ্লেষণ করেছেন যে, এই ব্রহ্মাণ্ডে বিভিন্ন নরক গর্ভোদক সাগরের একটু উপরে অবস্থিত। এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে পাপীরা কিভাবে সেই সব নরকে যায় এবং যমদূত কর্তৃক দণ্ডিত হয়। বিভিন্ন প্রকার দেহ সমন্বিত বিভিন্ন প্রাণী তাদের পূর্বকৃত কর্মের ফলস্বরূপ বিভিন্ন প্রকার সুখ এবং দুঃখ ভোগ করে।

শ্লোক ২

ঋষিরুবাচ

ত্রিগুণত্বাৎ কর্তুঃ শ্রদ্ধয়া কর্মগতয়ঃ পৃথগ্বিধাঃ সর্বা এব সর্বস্য তারতম্যেন ভবন্তি ॥ ২ ॥

ঋষিঃ উবাচ—মহর্ষি শুকদেব গোস্বামী বললেন; **ত্রি-গুণত্বাৎ**—জড়া প্রকৃতির তিন গুণের ফলে; **কর্তুঃ**—কর্তার; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধার ফলে; **কর্ম-গতয়ঃ**—কর্মফল জনিত গতি; **পৃথক্**—ভিন্ন; **বিধাঃ**—প্রকার; **সর্বাঃ**—সর্ব; **এব**—এইভাবে; **সর্বস্য**—তাদের সকলের; **তারতম্যেন**—বিভিন্ন মাত্রায়; **ভবন্তি**—সম্ভব হয়।

অনুবাদ

মহর্ষি শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, এই জড় জগতে সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক—এই তিন প্রকার কর্ম রয়েছে। যেহেতু সকলেই জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত, তার ফলে তাদের কার্যকলাপও তিন প্রকার। যারা সত্ত্বগুণে কর্ম করে তারা ধার্মিক এবং সুখী হয়, যারা রজোগুণে কর্ম করে তারা সুখ এবং দুঃখ দুই-ই ভোগ করে, আর যারা তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত তারা সর্বদাই দুঃখী এবং তারা পশুর মতো জীবন যাপন করে। বিভিন্ন মাত্রায় বিভিন্ন গুণের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ফলে জীবের গতির তারতম্য হয়।

শ্লোক ৩

অথেদানীং প্রতিষিদ্ধলক্ষণস্যাধর্মস্য তথৈব কর্তুঃ শ্রদ্ধায়া বৈসাদৃশ্যাৎ কর্মফলং বিসদৃশং ভবতি যা হ্যনাদ্যবিদ্যয়া কৃতকামানাং তৎপরিণাম-লক্ষণাঃ সৃতয়ঃ সহস্রশঃ প্রবৃত্তাস্তাসাং প্রাচুর্যেণানুবর্ণয়িষ্যামঃ ॥ ৩ ॥

অথ—এইভাবে; **ইদানীম্**—এখন; **প্রতিষিদ্ধ**—নিষিদ্ধ; **লক্ষণস্য**—লক্ষণ; **অধর্মস্য**—অধর্মের; **তথা**—তেমনই; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **কর্তুঃ**—অনুষ্ঠাতার; **শ্রদ্ধায়াঃ**—শ্রদ্ধার;

বৈসাদৃশ্যাৎ—পার্থক্যের ফলে; **কর্ম-ফলম্**—সকাম কর্মের ফল; **বিসদৃশম্**—বিভিন্ন প্রকার; **ভবতি**—হয়; **যা**—যা; **হি**—বাস্তবিকপক্ষে; **অনাদি**—অনন্তকাল থেকে; **অবিদ্যয়া**—অজ্ঞানের ফলে; **কৃত**—অনুষ্ঠিত; **কামানাম্**—কামনা সমন্বিত ব্যক্তিদের; **তৎ-পরিণাম-লক্ষণাঃ**—এই প্রকার পাপ বাসনার ফলের লক্ষণ; **সৃতয়ঃ**—জীবনের নারকীয় অবস্থা; **সহস্রশঃ**—হাজার হাজার; **প্রবৃত্তাঃ**—ফল; **তাসাম্**—তাদের; **প্রাচুর্যেণ**—বিস্তৃতভাবে; **অনুবর্ণয়িষ্যামঃ**—আমি বর্ণনা করব।

অনুবাদ

পুণ্যকর্মের ফলে যেমন স্বর্গভোগ হয়, তেমনই পাপকর্মের ফলে নরক ভোগ হয়। তমোগুণের প্রভাবে মানুষ পাপকর্মে লিপ্ত হয়, এবং তাদের অজ্ঞানের মাত্রা অনুসারে তাদের নারকীয় জীবনের বিভিন্ন স্তর প্রাপ্তি হয়। কেউ যদি প্রমাদবশত তামসিক আচরণ করে, তা হলে তাকে অল্প কষ্ট ভোগ করতে হয়। কেউ যদি জ্ঞানবশত পাপকর্ম করে, তা হলে তাকে আরও বেশি নরক-যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। আর যারা নাস্তিকতাবশত পাপকর্ম করে, তাদের সব চাইতে বেশি নরক-যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। অনাদি কাল ধরে অবিদ্যাজনিত কামনার পরিমাণস্বরূপ জীব যে সহস্র সহস্র নরক-গতি প্রাপ্ত হয়, আমি তা এখন বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করব।

শ্লোক ৪

রাজোবাচ

নরকা নাম ভগবন্ কিং দেশবিশেষা অথবা বহিস্ত্রিলোক্যা আহোস্বিদন্তরাল ইতি ॥ ৪ ॥

রাজা উবাচ—মহারাজ বললেন; **নরকাঃ**—নরক; **নাম**—নামক; **ভগবন্**—হে প্রভু; **কিম্**—কি; **দেশ-বিশেষাঃ**—কোন বিশেষ দেশ; **অথবা**—অথবা; **বহিঃ**—বাহ্য; **ত্রি-লোক্যাঃ**—ত্রিজগতের (ব্রহ্মাণ্ডের); **আহোস্বিৎ**—অথবা; **অন্তরালে**—ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যবর্তী স্থানে; **ইতি**—এই প্রকার।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন—হে প্রভু, এই নরকসমূহ কি ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে, ব্রহ্মাণ্ডের আবরণের মধ্যে, নাকি এই পৃথিবীরই কোন স্থানে অবস্থিত?

শ্লোক ৫

ঋষিরুবাচ

অন্তরাল এব ত্রিজগত্যাস্তু দিশি দক্ষিণস্যামধস্তাদ্ভূমেরুপরিষ্টাচ্চ জলাদ্‌যস্যামগ্নিষ্বাত্তাদয়ঃ পিতৃগণা দিশি স্বানাং গোত্রাণাং পরমেণ সমাধিনা সত্যা এবাশিষ আশাসানা নিবসন্তি ॥ ৫ ॥

ঋষিঃ উবাচ—মহর্ষি উত্তর দিলেন; **অন্তরালে**—মধ্যবর্তী স্থানে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **ত্রি-জগত্যাঃ**—ত্রিলোকের; **তু**—কিন্তু; **দিশি**—দিকে; **দক্ষিণস্যাম্**—দক্ষিণ; **অধস্তাৎ**—নিম্নে; **ভূমেঃ**—পৃথিবীর; **উপরিষ্টাৎ**—একটু উপরে; **চ**—এবং; **জলাৎ**—গর্ভোদক সমুদ্র; **যস্যাম্**—যাতে; **অগ্নিষ্বাত্তা-আদয়ঃ**—অগ্নিষ্বাত্তা আদি; **পিতৃ-গণাঃ**—পিতৃগণ; **দিশি**—দিক; **স্বানাম্**—তাঁদের নিজেদের; **গোত্রাণাম্**—বংশের; **পরমেণ**—অত্যন্ত; **সমাধিনা**—ভগবানের চিন্তায় মগ্ন; **সত্যাঃ**—সত্যই; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **আশিষঃ**—আশীর্বাদ; **আশাসানাঃ**—বাসনা করে; **নিবসন্তি**—বাস করেন।

অনুবাদ

মহর্ষি শুকদেব গোস্বামী বললেন—সমস্ত নরক ত্রিলোকের অন্তরালে অবস্থিত। দক্ষিণ দিকে ভূমণ্ডলের অধঃভাগে এবং গর্ভোদক সমুদ্রের উপরিভাগে নরকের অবস্থান। পিতৃলোকও সেই প্রদেশে অর্থাৎ গর্ভোদক সমুদ্র এবং নিম্নলোকের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। অগ্নিষ্বাত্তা আদি পিতৃগণ পরম সমাধিযোগে ভগবানের ধ্যান করেন এবং তাঁদের গোত্রভূত ব্যক্তিদের মঙ্গল কামনা করেন।

তাৎপর্য

পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আমাদের ভূলোকের নীচে সাতটি অধঃলোক রয়েছে, যার সর্বনিম্ন হচ্ছে পাতাললোক। পাতাললোকের নীচে নরক। ব্রহ্মাণ্ডের তলদেশে গর্ভোদক সমুদ্র। তাই নরক পাতাললোক এবং গর্ভোদক সমুদ্রের অন্তর্বর্তী স্থানে অবস্থিত।

শ্লোক ৬

যত্র হ বাব ভগবান্ পিতৃরাজো বৈবস্বতঃ স্ববিষয়ং প্রাপিতেষু স্বপুরুষৈর্জন্তুষু সম্পরেতেষু যথাকর্মাবদ্যং দোষমেবানুল্লঙ্ঘিত-ভগবচ্ছাসনঃ সগণো দমং ধারয়তি ॥ ৬ ॥

যত্র—যেখানে; **হ বাব**—প্রকৃতপক্ষে; **ভগবান্**—পরম শক্তিমান; **পিতৃ-রাজঃ**—পিতৃদের রাজা, যমরাজ; **বৈবস্বতঃ**—সূর্যদেব বিবস্বানের পুত্র; **স্ব-বিষয়ম্**—তাঁর নিজের রাজ্য; **প্রাপিতেষু**—যখন নিয়ে আসা হয়; **স্ব-পুরুষৈঃ**—তাঁর দূতদের দ্বারা; **জন্তুষু**—প্রাণী; **সম্পরেতেষু**—মৃত; **যথা-কর্ম-অবদ্যম্**—কি পরিমাণে তারা বদ্ধ জীবনের নিয়ম এবং বিধান উল্লঙ্ঘন করেছে, তার মাত্রা অনুসারে; **দোষম্**—দোষ; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অনুল্লঙ্ঘিত-ভগবৎ-শাসনঃ**—যিনি কখনও ভগবানের আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করেন না; **স-গণঃ**—স্বপার্ষদ; **দমম্**—দণ্ড; **ধারয়তি**—দান করেন।

অনুবাদ

সূর্যদেবের অত্যন্ত শক্তিশালী পুত্র যমরাজ পিতৃদের রাজা। তিনি স্বপার্ষদ পিতৃলোকে বাস করেন এবং ভগবানের আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন না করে, মৃত্যুর পর তাঁর দূতদের দ্বারা তাঁর অধিকারের মধ্যে আনীত প্রাণীদের পাপকর্ম অনুসারে যথাযথভাবে বিচার করে নরকে দণ্ডদান করেন।

তাৎপর্য

যমরাজ কোন কাল্পনিক বা রূপকথার চরিত্র নন; তাঁর নিজের ধাম রয়েছে, তা হচ্ছে পিতৃলোক এবং তিনি সেখানকার রাজা। নাস্তিকেরা নরকের বিশ্বাস না করতে পারে, কিন্তু শ্রীল শুকদেব গোস্বামী নরকের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করেছেন। তা গর্ভোদক সমুদ্র এবং পাতাললোকের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। যমরাজ ভগবান কর্তৃক নিযুক্ত হয়েছেন, যাতে জীবেরা তাঁর আইন এবং বিধান লঙ্ঘন না করে, যে কথা *ভগবদ্গীতায়* (৪/১৭) প্রতিপন্ন হয়েছে—

কর্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যং চ বিকর্মণঃ ।
অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্মণো গতিঃ ॥

"কর্মের তত্ত্ব অত্যন্ত জটিল এবং তা হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন। তাই যথাযথভাবে জানা উচিত কর্ম কি, বিকর্ম কি এবং অকর্ম কি।" কর্ম, বিকর্ম এবং অকর্মের স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হওয়া প্রয়োজন, এবং সেই অনুসারে আচরণ করা উচিত। এটি হচ্ছে ভগবানের দেওয়া আইন। যে সমস্ত বদ্ধ জীব এই জড় জগতে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য এসেছে, তাদের কতকগুলি বিধি-বিধানের নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সুখভোগের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তারা যদি সেই সমস্ত নিয়ম বা বিধানগুলি লঙ্ঘন করে, তখন যমরাজ তাদের বিচার করেন এবং দণ্ড দেন।

তিনি তাদের নরকে নিক্ষেপ করে যথাযথভাবে দণ্ডদান করেন, যাতে তারা কৃষ্ণভক্তির পথে ফিরে আসতে পারে। বদ্ধ জীব কিন্তু মায়ার প্রভাবে তমোগুণের দ্বারা মোহিত হয়ে থাকে। তার ফলে বার বার যমরাজের দণ্ডভোগ করা সত্ত্বেও তারা প্রকৃতিস্থ হয় না, এবং বার বার পাপকর্ম আচরণ করে এই জড় জগতের বন্ধনেই আবদ্ধ হয়ে থাকে।

শ্লোক ৭

তত্র হৈকে নরকানেকবিংশতিং গণয়ন্তি অথ তাংস্তে রাজন্নামরূপলক্ষণতোঽনুক্রমিষ্যামস্তামিস্রোঽন্ধতামিস্রো রৌরবো মহারৌরবঃ কুম্ভীপাকঃ কালসূত্রমসিপত্রবনং সূকরমুখমন্ধকূপঃ কৃমিভোজনঃ সন্দংশস্তপ্তসূর্মির্বজ্রকণ্টকশাল্মলী বৈতরণী পূয়োদঃ প্রাণরোধো বিশসনং লালাভক্ষঃ সারমেয়াদনমবীচিরয়ঃপানমিতি। কিঞ্চ ক্ষারকর্দমো রক্ষোগণভোজনঃ শূলপ্রোতো দন্দশূকোঽবটনিরোধনঃ পর্যাবর্তনঃ সূচীমুখমিত্যষ্টাবিংশতির্নরকাঽবিবিধযাতনাভূময়ঃ ॥ ৭ ॥

তত্র—সেখানে; **হ**—নিশ্চিতভাবে; **একে**—কিছু; **নরকান্**—নরক; **এক-বিংশতিম্**—একুশ; **গণয়ন্তি**—গণনা করে; **অথ**—অতএব; **তান্**—তাদের; **তে**—আপনাকে; **রাজন্**—হে রাজন্; **নাম-রূপ-লক্ষণতঃ**—নাম, রূপ এবং লক্ষণ অনুসারে; **অনুক্রমিষ্যামঃ**—আমি একে একে বর্ণনা করব; **তামিস্রঃ**—তামিস্র; **অন্ধ-তামিস্রঃ**—অন্ধতামিস্র; **রৌরবঃ**—রৌরব; **মহা-রৌরবঃ**—মহারৌরব; **কুম্ভী-পাকঃ**—কুম্ভীপাক; **কাল-সূত্রম্**—কালসূত্র; **অসি-পত্রবনম্**—অসিপত্রবন; **সূকর-মুখম্**—সূকরমুখ; **অন্ধ-কূপঃ**—অন্ধকূপ; **কৃমি-ভোজনঃ**—কৃমিভোজন; **সন্দংশঃ**—সন্দংশ; **তপ্ত-সূর্মিঃ**—তপ্তসূর্মি; **বজ্র-কণ্টক-শাল্মলী**—বজ্রকণ্টক-শাল্মলী; **বৈতরণী**—বৈতরণী; **পূয়োদঃ**—পূয়োদ; **প্রাণ-রোধঃ**—প্রাণরোধ; **বিশসনম্**—বিশসন; **লালা-ভক্ষঃ**—লালাভক্ষ; **সারমেয়াদনম্**—সারমেয়াদন; **অবীচিঃ**—অবীচি; **অয়ঃ-পানম্**—অয়ঃপান; **ইতি**—এই প্রকার; **কিঞ্চ**—আরও কয়েকটি; **ক্ষার-কর্দমঃ**—ক্ষারকর্দম; **রক্ষঃ-গণ-ভোজনঃ**—রক্ষোগণ-ভোজন; **শূল-প্রোতঃ**—শূলপ্রোত; **দন্দ-শূকঃ**—দন্দশূক; **অবট-নিরোধনঃ**—অবট নিরোধন; **পর্যাবর্তনঃ**—পর্যাবর্তন; **সূচী-মুখম্**—সূচীমুখ; **ইতি**—এইভাবে; **অষ্টা-বিংশতিঃ**—আটাশটি; **নরকাঃ**—নরক; **বিবিধ**—বিভিন্ন; **যাতনা-ভূময়ঃ**—যন্ত্রণা ভোগের স্থান।

অনুবাদ

কেউ কেউ বলেন যে, ২১টি নরক রয়েছে, এবং অন্য কেউ বলেন ২৮টি। হে রাজন, আমি তাদের নাম, রূপ এবং লক্ষণ অনুসারে বর্ণনা করব। সেগুলি হচ্ছে—তামিস্র, অন্ধতামিস্র, রৌরব, মহারৌরব, কুম্ভীপাক, কালসূত্র, অসিপত্রবন, সূকরমুখ, অন্ধকূপ, কৃমিভোজন, সন্দংশ, তপ্তসূর্মি, বজ্রকণ্টক-শাল্মলী, বৈতরণী, পূয়োদ, প্রাণরোধ, বিশসন, লালাভক্ষ, সারমেয়াদন, অবীচি, অয়ঃপান, ক্ষারকর্দম, রক্ষোগণ-ভোজন, শূলপ্রোত, দন্দশূক, অবটনিরোধন, পর্যাবর্তন এবং সূচীমুখ। এইগুলি জীবের দণ্ডভোগের স্থান।

শ্লোক ৮

তত্র যস্তু পরবিত্তাপত্যকলত্রাণ্যপহরতি স হি কালপাশবদ্ধো যম-পুরুষৈরতিভয়ানকৈস্তামিস্রে নরকে বলান্নিপাত্যতে অনশনানুদপান-দণ্ডতাড়ন-সন্তর্জনাদিভির্যাতনাভির্যাত্যমানো জন্তুর্যত্র কশ্মলমাসাদিত একদৈব মূর্চ্ছামুপযাতি তামিস্রপ্রায়ে ॥ ৮ ॥

তত্র—সেই সমস্ত নরকে; **যঃ**—যে ব্যক্তি; **তু**—কিন্তু; **পরবিত্ত-অপত্য-কলত্রাণি**—অন্যের ধনসম্পদ, পত্নী এবং পুত্র; **অপহরতি**—অপহরণ করে; **সঃ**—সেই ব্যক্তি; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **কাল-পাশ-বদ্ধঃ**—যমপাশে বদ্ধ হয়ে; **যম-পুরুষৈঃ**—যমদূতদের দ্বারা; **অতি-ভয়ানকৈঃ**—যারা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর; **তামিস্রে-নরকে**—তামিস্র নামক নরকে; **বলাৎ**—বলপূর্বক; **নিপাত্যতে**—নিক্ষিপ্ত হয়; **অনশন**—অনাহার; **অনুদপান**—পানীয়ের অভাব; **দণ্ড-তাড়ন**—দণ্ডের দ্বারা প্রহার; **সন্তর্জন-আদিভিঃ**—তর্জন ইত্যাদি; **যাতনাভিঃ**—প্রচণ্ড যন্ত্রণার দ্বারা; **যাত্যমানঃ**—দণ্ডিত হয়ে; **জন্তুঃ**—প্রাণী; **যত্র**—যেখানে; **কশ্মলম্**—ক্লেশ; **আসাদিতঃ**—ভোগ করে; **একদা**—কখনও কখনও; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **মূর্চ্ছাম্**—মূর্ছিত হয়; **উপযাতি**—প্রাপ্ত হয়; **তামিস্র-প্রায়ে**—ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

অনুবাদ

হে রাজন্, যে ব্যক্তি অপরের ধন, স্ত্রী ও পুত্র অপহরণ করে, অত্যন্ত ভয়ঙ্কর যমদূতেরা তাকে কালপাশে বেঁধে বলপূর্বক তামিস্র নরকে নিক্ষেপ করে। এই তামিস্র নরক ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন; সেখানে যমদূতেরা পাপীকে ভীষণভাবে

প্রহার, তাড়ন এবং তর্জন করে। সেখানে তাকে অনশনে রাখা হয় এবং জল পান করতে দেওয়া হয় না। এইভাবে ক্রুদ্ধ যমদূতদের দ্বারা নির্যাতিত হয়ে সে মূর্ছিত হয়।

শ্লোক ৯

এবমেবান্ধতামিস্রে যস্তু বঞ্চয়িত্বা পুরুষং দারাদীনুপযুঙ্‌ক্তে যত্র শরীরী নিপাত্যমানো যাতনাস্থো বেদনয়া নষ্টমতির্নষ্টদৃষ্টিশ্চ ভবতি যথা বনস্পতির্বৃশ্চ্যমানমূলস্তস্মাদন্ধতামিস্রং তমুপদিশন্তি ॥ ৯ ॥

এবম্—এইভাবে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অন্ধতামিস্রে**—অন্ধতামিস্র নামক নরকে; **যঃ**—যে ব্যক্তি; **তু**—কিন্তু; **বঞ্চয়িত্বা**—বঞ্চনা করে; **পুরুষম্**—অন্যের; **দার-আদীন্**—স্ত্রী-পুত্র; **উপযুঙ্‌ক্তে**—ভোগ করে; **যত্র**—যেখানে; **শরীরী**—দেহধারী ব্যক্তি; **নিপাত্যমানঃ**—বলপূর্বক নিক্ষিপ্ত হয়ে; **যাতনা-স্থঃ**—সর্বদা অত্যন্ত কষ্টদায়ক পরিস্থিতিতে অবস্থিত হয়ে; **বেদনয়া**—যন্ত্রণায়; **নষ্ট**—নষ্ট; **মতিঃ**—যার চেতনা; **নষ্ট**—নষ্ট; **দৃষ্টিঃ**—যার দৃষ্টি; **চ**—ও; **ভবতি**—হয়; **যথা**—যতখানি; **বনস্পতিঃ**—বৃক্ষ; **বৃশ্চ্যমান**—ছেদন করে; **মূলঃ**—মূল; **তস্মাৎ**—তার ফলে; **অন্ধতামিস্রম্**—অন্ধতামিস্র; **তম্**—তা; **উপদিশন্তি**—বলা হয়।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি পতিকে বঞ্চনা করে তার স্ত্রী-পুত্র উপভোগ করে, সে অন্ধতামিস্র নরকে পতিত হয়। বৃক্ষকে ভূপাতিত করার পূর্বে যেমন তার মূল ছেদন করা হয়, তেমনই সেই পাপীকে ঐ নরকে নিক্ষেপ করার পূর্বে যমদূতেরা নানা প্রকার যন্ত্রণা প্রদান করে। এই যন্ত্রণা এতই প্রচণ্ড যে, তার ফলে তার বুদ্ধি এবং দৃষ্টি নষ্ট হয়ে যায়। সেই জন্যই সেই নরককে পণ্ডিতেরা অন্ধতামিস্র বলেন।

শ্লোক ১০

যস্ত্বিহ বা এতদহমিতি মমেদমিতি ভূতদ্রোহেণ কেবলং স্বকুটুম্বমেবানুদিনং প্রপুষ্ণাতি স তদিহ বিহায় স্বয়মেব তদশুভেন রৌরবে নিপততি ॥১০॥

যঃ—যে; **তু**—কিন্তু; **ইহ**—এই জীবনে; **বা**—অথবা; **এতৎ**—এই শরীর; **অহম্**—আমি; **ইতি**—এই প্রকার; **মম**—আমার; **ইদম্**—এই; **ইতি**—এইভাবে; **ভূত-**

দ্রোহেণ—অন্য জীবের প্রতি হিংসার ফলে; **কেবলম্**—কেবল; **স্ব-কুটুম্বম্**—তার আত্মীয়-স্বজনের; **এব**—কেবল; **অনুদিনম্**—প্রতিদিন; **প্রপুষ্ণাতি**—ভরণ-পোষণ করে; **সঃ**—সেই ব্যক্তি; **তৎ**—তা; **ইহ**—এখানে; **বিহায়**—পরিত্যাগ করে; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **তৎ**—তার; **অশুভেন**—পাপের ফলে; **রৌরবে**—রৌরবে; **নিপততি**—পতিত হয়।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি তার জড় দেহটিকে তার স্বরূপ বলে মনে করে, তার নিজের দেহ এবং দেহের সম্পর্কে সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজনদের ভরণ-পোষণের জন্য দিনের পর দিন অপর প্রাণীর হিংসা করে, সেই ব্যক্তি মৃত্যুর সময় তার দেহ এবং আত্মীয়-স্বজনদের পরিত্যাগ করে, প্রাণী হিংসাজনিত পাপের ফলে রৌরব নরকে নিপতিত হয়।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে —

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্
জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ ॥

"যে মানুষ কফ, পিত্ত ও বায়ু—এই তিনটি ধাতু দিয়ে তৈরি দেহটিকে তার স্বরূপ বলে মনে করে, যে তার দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের আত্মীয়স্বজন বলে মনে করে, যেই স্থানটিতে তার দেহের জন্ম হয়েছে, সেই স্থানটিকে পূজ্য বলে মনে করে, এবং দিব্য জ্ঞানসমন্বিত ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাওয়ার পরিবর্তে যে কেবল স্নান করার জন্য তীর্থস্থানে যায়, সেই ব্যক্তি একটি গাধা বা গরুর মতো।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১০/৮৪/১৩) দুই প্রকার মানুষ বিষয়ে মগ্ন থাকে। এক প্রকার মানুষ অজ্ঞানতাবশত তাদের দেহকে তাদের স্বরূপ বলে মনে করে, অতএব তারা নিশ্চয়ই পশুর মতো (*স এব গোখরঃ*)। অন্য শ্রেণীর মানুষেরা যে তাদের দেহটিকে তাদের স্বরূপ বলে মনে করে, কেবল তা-ই নয়, উপরন্তু সেই দেহটির ভরণ-পোষণের জন্য সব রকম পাপকর্মে লিপ্ত হয়। সে তার নিজের এবং পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য অন্যকে প্রতারণা করে অর্থ সংগ্রহ করে এবং অকারণে অন্যের প্রতি হিংসা-পরায়ণ হয়। সেই প্রকার ব্যক্তিদের রৌরব নামক

নরকে নিক্ষেপ করা হয়। কেউ যদি একটি পশুর মতো তার দেহটিকে তার স্বরূপ বলে মনে করে, তা হলে সেটা তত বড় পাপ নয়। কিন্তু, কেউ যদি সেই দেহটির ভরণ-পোষণের জন্য অনর্থক পাপ করে, তা হলে তাকে রৌরব নরকে প্রক্ষিপ্ত হতে হয়। এটিই শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের অভিমত। পশুরা নিশ্চয়ই দেহাত্মবুদ্ধি সমন্বিত, কিন্তু তারা তাদের দেহ এবং পুত্র-কলত্রাদির ভরণ-পোষণের জন্য পাপ করে না। তাই পশুরা নরকে যায় না। কিন্তু মানুষ যখন তার দেহ ও আত্মীয়-স্বজনদের ভরণ-পোষণের জন্য অন্য প্রাণীর প্রতি হিংসাপরায়ণ হয় এবং তাদের প্রতারণা করে, তখন তাকে নরকে দণ্ডভোগ করতে হয়।

শ্লোক ১১

যে ত্বিহ যথৈবামুনা বিহিংসিতা জন্তবঃ পরত্র যমযাতনামুপগতং ত এব রুরবো ভূত্বা তথা তমেব বিহিংসন্তি তস্মাদ্রৌরবমিত্যাহুঃ রুরুরিতি সর্পাদতিক্রূরসত্ত্বস্যাপদেশঃ ॥ ১১ ॥

যে—যারা; তু—কিন্তু; ইহ—এই জীবনে; যথা—যতখানি; এব—নিশ্চিতভাবে; অমুনা—তার দ্বারা; বিহিংসিতাঃ—প্রপীড়িত হয়েছে; জন্তবঃ—জীব; পরত্র—পরবর্তী জীবনে; যম-যাতনাম্ উপগতম্—যম-যাতনা প্রাপ্ত হয়; তে—সেই সমস্ত জীবেরা; এব—প্রকৃতপক্ষে; রুরবঃ—রুরু (এক প্রকার হিংস্র প্রাণী); ভূত্বা—হয়ে; তথা—ততখানি; তম্—তাকে; এব—নিশ্চিতভাবে; বিহিংসন্তি—যন্ত্রণা দেয়; তস্মাৎ—সেই জন্য; রৌরবম্—রৌরব; ইতি—এই প্রকার; আহুঃ—পণ্ডিতেরা বলেন; রুরুঃ—রুরু নামক পশু; ইতি—এই প্রকার; সর্পাৎ—সর্পের থেকেও; অতি-ক্রূর—অত্যন্ত হিংস্র; সত্ত্বস্য—জীবের; অপদেশঃ—নাম।

অনুবাদ

এই জীবনে যে হিংসা-পরায়ণ ব্যক্তি অন্য প্রাণীদের যন্ত্রণা দেয়, মৃত্যুর পর যখন সে তার কৃত কর্মের ফলে যম-যাতনা প্রাপ্ত হয়, তখন সেই সমস্ত প্রাণীসমূহ, যাদের হিংসা করা হয়েছে, তারা 'রুরু' হয়ে তাকে পীড়া দেয়। এই জন্য পণ্ডিতেরা সেই নরককে রৌরব নরক বলেন। রুরু প্রাণীকে এই পৃথিবীতে দেখা যায় না, তারা সর্পের থেকেও হিংস্র।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতে, রুরু ভারশৃঙ্গ নামেও পরিচিত (*অতিক্রূরস্য ভার-শৃঙ্গাখ্য-সত্ত্বস্য অপদেশঃ সংজ্ঞা*)। শ্রীল জীব গোস্বামী তাঁর *সন্দর্ভে* প্রতিপন্ন করেছেন—*রুরু-শব্দস্য স্বয়ং মুনিনৈব টীকাবিধানাল্লোকেষ্বপ্রসিদ্ধ এবায়ং জন্তু-বিশেষঃ* । অতএব রুরুদের এই পৃথিবীতে দেখা না গেলেও, শাস্ত্রে তাদের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয়েছে।

শ্লোক ১২

এবমেব মহারৌরবো যত্র নিপতিতং পুরুষং ক্রব্যাদা নাম রুরবস্তং ক্রব্যেণ ঘাতয়ন্তি যঃ কেবলং দেহম্ভরঃ ॥ ১২ ॥

এবম্—এই প্রকার; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **মহা-রৌরবঃ**—মহারৌরব নামক নরক; **যত্র**—যেখানে; **নিপতিতম্**—প্রক্ষিপ্ত হয়ে; **পুরুষম্**—ব্যক্তি; **ক্রব্যাদাঃ নাম**—ক্রব্যাদ নামক; **রুরবঃ**—রুরু পশু; **তম্**—তাকে (দণ্ডিত ব্যক্তিকে); **ক্রব্যেণ**—তার মাংস ভক্ষণ করে; **ঘাতয়ন্তি**—হত্যা করে; **যঃ**—যে; **কেবলম্**—কেবল; **দেহম্ভরঃ**—তার নিজের দেহ ধারণে ব্যস্ত।

অনুবাদ

যারা অন্যদের কষ্ট দিয়ে নিজেদের দেহ ধারণ করে, তাদের মহারৌরব নরকে দণ্ডভোগ করতে হয়। সেই নরকে ক্রব্যাদ নামক রুরু পশুরা তাদের যন্ত্রণা দিয়ে মাংস আহার করে।

তাৎপর্য

যে সমস্ত পশুতুল্য মানুষেরা কেবল দেহাত্ম-বুদ্ধিতে জীবন ধারণ করে, তাদের মহারৌরব নামক নরকে নিক্ষেপ করা হয় এবং পর-মাংস আহার করে দেহ ধারণ করার জন্য *ক্রব্যাদ* নামক রুরু পশুরা তাদের মাংস আহার করে।

শ্লোক ১৩

যস্ত্বিহ বা উগ্রঃ পশূন্ পক্ষিণো বা প্রাণত উপরন্ধয়তি তমপকরুণং পুরুষাদৈরপি বিগর্হিতমমুত্র যমানুচরাঃ কুম্ভীপাকে তপ্ততৈলে উপরন্ধয়ন্তি ॥ ১৩ ॥

যঃ—যে ব্যক্তি; **তু**—কিন্তু; **ইহ**—এই জীবনে; **বা**—অথবা; **উগ্রঃ**—অত্যন্ত নিষ্ঠুর; **পশূন্**—পশু; **পক্ষিণঃ**—পক্ষী; **বা**—অথবা; **প্রাণতঃ**—জীবিত অবস্থায়; **উপরন্ধয়তি**—রান্না করে; **তম্**—তাকে; **অপকরুণম্**—অত্যন্ত নিষ্ঠুর হৃদয়; **পুরুষ-আদৈঃ**—যারা নরমাংস আহার করে; **অপি**—ও; **বিগর্হিতম্**—নিন্দিত; **অমুত্র**—পরবর্তী জীবনে; **যম-অনুচরাঃ**—যমদূতেরা; **কুম্ভীপাকে**—কুম্ভীপাক নামক নরকে; **তপ্ত-তৈলে**—ফুটন্ত তেলে; **উপরন্ধয়ন্তি**—রন্ধন করে।

অনুবাদ

যে সমস্ত নিষ্ঠুর মানুষ তাদের দেহ ধারণের জন্য এবং জিহ্বার তৃপ্তি সাধনের জন্য নিরীহ পশু-পক্ষীকে হত্যা করে রন্ধন করে, সেই প্রকার ব্যক্তিরা নর-মাংসভোজী রাক্ষসদেরও ঘৃণিত। মৃত্যুর পর যমদূতেরা কুম্ভীপাক নরকে ফুটন্ত তেলে তাদের পাক করে।

শ্লোক ১৪

যস্ত্বিহ ব্রহ্মধ্রুক্ স কালসূত্রসংজ্ঞকে নরকে অযুতযোজনপরিমণ্ডলে তাম্রময়ে তপ্তখলে উপর্যধস্তাদগ্ন্যর্কাভ্যামতিতপ্যমানেঽভিনিবেশিতঃ ক্ষুৎপিপাসাভ্যাং চ দহ্যমানান্তর্বহিঃশরীর আস্তে শেতে চেষ্টতেঽবতিষ্ঠতি পরিধাবতি চ যাবন্তি পশুরোমাণি তাবদ্বর্ষসহস্রাণি ॥ ১৪ ॥

যঃ—যে; **তু**—কিন্তু; **ইহ**—এই জীবনে; **ব্রহ্ম-ধ্রুক্**—ব্রহ্মঘাতী; **সঃ**—সেই ব্যক্তি; **কালসূত্র-সংজ্ঞকে**—কালসূত্র নামক; **নরকে**—নরকে; **অযুত-যোজন-পরিমণ্ডলে**—যার পরিধি দশ সহস্র যোজন; **তাম্র-ময়ে**—তাম্রময়; **তপ্ত**—উত্তপ্ত; **খলে**—সমতল স্থানে; **উপরি-অধস্তাৎ**—উপরে এবং নীচে; **অগ্নি**—আগুনের দ্বারা; **অর্কাভ্যাম্**—এবং সূর্যের দ্বারা; **অতি-তপ্যমানে**—যা অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়েছে; **অভিনিবেশিতঃ**—প্রবেশ করানো হয়; **ক্ষুৎ-পিপাসাভ্যাম্**—ক্ষুৎ-পিপাসায়; **চ**—এবং; **দহ্যমান**—দগ্ধ করা হয়; **অন্তঃ**—অভ্যন্তরে; **বহিঃ**—বাইরে; **শরীরঃ**—শরীর; **আস্তে**—থাকে; **শেতে**—কখনও শয়ন করে; **চেষ্টতে**—উপবেশন করে; **অবতিষ্ঠতি**—দণ্ডায়মান হয়; **পরিধাবতি**—ছুটে বেড়ায়; **চ**—ও; **যাবন্তি**—যত; **পশু-রোমাণি**—পশুদের দেহে রোম রয়েছে; **তাবৎ**—ততক্ষণ; **বর্ষ-সহস্রাণি**—হাজার হাজার বছর।

অনুবাদ

ব্রহ্মঘাতীকে কালসূত্র নামক নরকে নিক্ষেপ করা হয়, যার পরিধি ৮০,০০০ মাইল এবং যা তাম্রনির্মিত। নীচ থেকে অগ্নি এবং উপর থেকে প্রখর সূর্যের তাপে সেই তাম্রময় ভূমি অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়। সেখানে ব্রহ্মঘাতীকে অন্তরে এবং বাইরে দগ্ধ করা হয়। অন্তরে সে ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় দগ্ধ হয় এবং বাইরে সে প্রখর সূর্যকিরণ ও তপ্ত তাম্রে দগ্ধ হতে থাকে। তাই সে কখনও শয়ন করে, কখনও উপবেশন করে, কখনও উঠে দাঁড়ায় এবং কখনও ইতস্তত ছুটাছুটি করে। এইভাবে একটি পশুর শরীরে যত লোম রয়েছে, তত হাজার বছর ধরে তাকে যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়।

শ্লোক ১৫

যস্ত্বিহ বৈ নিজবেদপথাদনাপদ্যপগতঃ পাখণ্ডং চোপগতস্তমসিপত্রবনং প্রবেশ্য কশয়া প্রহরন্তি তত্র হাসাবিতস্ততো ধাবমান উভয়তোধারৈস্তালবনাসিপত্রৈশ্ছিদ্যমানসর্বাঙ্গো হা হতোঽস্মীতি পরময়া বেদনয়া মূর্চ্ছিতঃ পদে পদে নিপততি স্বধর্মহা পাখণ্ডানুগতং ফলং ভুঙ্‌ক্তে ॥ ১৫ ॥

যঃ—যে; **তু**—কিন্তু; **ইহ**—এই জীবনে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **নিজ-বেদ-পথাৎ**—বেদবিহিত স্বীয় ধর্মপথ থেকে; **অনাপদি**—আপৎকাল উপস্থিত না হলেও; **অপগতঃ**—ভ্রষ্ট হয়; **পাখণ্ডম্**—মনগড়া নাস্তিক মতবাদ; **চ**—এবং; **উপগতঃ**—অবলম্বন করে; **তম্**—তাকে; **অসি-পত্রবনম্**—অসিপত্রবন নামক নরকে; **প্রবেশ্য**—প্রবেশ করিয়ে; **কশয়া**—চাবুকের দ্বারা; **প্রহরন্তি**—প্রহার করে; **তত্র**—সেখানে; **হ**—নিশ্চিতভাবে; **অসৌ**—তা; **ইতঃ ততঃ**—ইতস্তত; **ধাবমানঃ**—ধাবিত হয়ে; **উভয়তঃ**—উভয় দিকে; **ধারৈঃ**—ধারের দ্বারা; **তাল-বন-অসি-পত্রৈঃ**—অসিতুল্য তাল পাতার; **ছিদ্যমান**—কেটে যায়; **সর্ব-অঙ্গঃ**—সারা শরীর; **হা**—হায়; **হতঃ**—নিহত; **অস্মি**—আমি; **ইতি**—এইভাবে; **পরময়া**—ভীষণ; **বেদনয়া**—যন্ত্রণায়; **মূর্চ্ছিতঃ**—মূর্ছিত; **পদে পদে**—প্রতি পদে; **নিপততি**—পড়ে যায়; **স্ব-ধর্ম-হা**—স্বধর্মত্যাগী; **পাখণ্ড-অনুগতম্ ফলম্**—পাষণ্ড মত অবলম্বন করার ফল; **ভুঙ্‌ক্তে**—সে ভোগ করে।

অনুবাদ

আপৎকাল উপস্থিত না হলেও যে ব্যক্তি স্বীয় বেদমার্গ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পাষণ্ড ধর্ম অবলম্বন করে, যমদূতেরা তাকে অসিপত্রবন নামক নরকে নিক্ষেপ করে বেত্রাঘাত করতে থাকে। প্রহারের যন্ত্রণায় সে যখন সেই নরকে ইতস্তত ধাবিত হয়, তখন উভয় পার্শ্বের অসিতুল্য তালপত্রের ধারে তার সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হয়। তখন সে "হায়, আমি এখন কি করব! আমি এখন কিভাবে রক্ষা পাব!" এই বলে আর্তনাদ করতে করতে পদে পদে মূর্ছিত হয়ে পড়তে থাকে। স্বধর্ম ত্যাগ করে পাষণ্ড মত অবলম্বনের ফল এইভাবে ভোগ করতে হয়।

তাৎপর্য

প্রকৃতপক্ষে ধর্ম একটি—*ধর্মং তু সাক্ষাদ্ ভগবৎ-প্রণীতম্* । ভগবানের নির্দেশ পালন করাই একমাত্র ধর্ম। দুর্ভাগ্যবশত, বিশেষ করে এই কলিযুগে, সকলেই প্রায় নাস্তিক। মানুষ ভগবানে বিশ্বাস পর্যন্ত করে না, তাঁর নির্দেশ অনুসরণ করা তো দূরের কথা। *নিজবেদপথ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'নিজের মনগড়া ধর্ম'। পূর্বে কেবল একটি *বেদপথ* বা ধর্ম ছিল। এখন বহু ধর্ম হয়েছে। মানুষ কোন্ ধর্ম অনুসরণ করছে তা দিয়ে কিছু যায় আসে না, তবে তা নিষ্ঠা সহকারে অনুসরণ করতে হবে। নাস্তিক তাকে বলা হয়, যে *বেদ* বিশ্বাস করে না। কিন্তু, কেউ যদি অন্য ধর্মমত গ্রহণ করেও থাকে, এই শ্লোকটি অনুসারে তাকে সেই ধর্মটি যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। মানুষ হিন্দু হোক, মুসলমান হোক অথবা খ্রিস্টান্ হোক, তার ধর্মকে যথাযথভাবে পালন করতে হবে। কিন্তু কেউ যদি মনগড়া ধর্ম সৃষ্টি করে অথবা কোন ধর্মই না মানে, তা হলে তাকে অসিপত্রবন নরকে দণ্ডভোগ করতে হবে। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, ধর্মের পথ অনুসরণ করা মানুষের কর্তব্য। সে যদি কোন ধর্মই না মানে, তা হলে সে একটি পশুর মতো। কলিযুগের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ নাস্তিক হয়ে যাচ্ছে এবং তথাকথিত ধর্ম-নিরপেক্ষতা গ্রহণ করছে। তারা জানে না, অসিপত্রবন নরকে তাদের কি প্রকার দণ্ডভোগ করতে হবে।

শ্লোক ১৬

যস্ত্বিহ বৈ রাজা রাজপুরুষো বা অদণ্ড্যে দণ্ডং প্রণয়তি ব্রাহ্মণে বা শরীরদণ্ডং স পাপীয়ান্নরকেঽমুত্র সূকরমুখে নিপততি তত্রাতি-বলৈর্বিনিষ্পিষ্যমাণাবয়বো যথৈবেহেক্ষুখণ্ড আর্তস্বরেণ স্বনয়ন্ ক্বচিন্মূর্চ্ছিতঃ কশ্মলমুপগতো যথৈবেহাদৃষ্টদোষা উপরুদ্ধাঃ ॥ ১৬ ॥

যঃ—যে; **তু**—কিন্তু; **ইহ**—এই জীবনে; **বৈ**—বাস্তবিকপক্ষে; **রাজা**—রাজা; **রাজ-পুরুষঃ**—রাজপুরুষ; **বা**—অথবা; **অদণ্ড্যে**—দণ্ডদানের অযোগ্য ব্যক্তিকে; **দণ্ডম্**—দণ্ড; **প্রণয়তি**—প্রদান করে; **ব্রাহ্মণে**—ব্রাহ্মণকে; **বা**—অথবা; **শরীর-দণ্ডম্**—শারীরিক দণ্ড; **সঃ**—সেই ব্যক্তি, রাজা অথবা রাজপুরুষ; **পাপীয়ান্**—অত্যন্ত পাপী; **নরকে**—নরকে; **অমুত্র**—পরবর্তী জীবনে; **সূকরমুখে**—সূকরমুখ নামক; **নিপততি**—পতিত হয়; **তত্র**—সেখানে; **অতি-বলৈঃ**—অত্যন্ত বলবান যমদূতদের দ্বারা; **বিনিষ্পিষ্যমাণ**—নিষ্পেষণ করা হয়; **অবয়বঃ**—তার দেহের বিভিন্ন অঙ্গ; **যথা**—যেমন; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **ইহ**—এখানে; **ইক্ষু-খণ্ডঃ**—ইক্ষুদণ্ড; **আর্ত-স্বরেণ**—আর্তস্বরে; **স্বনয়ন্**—ক্রন্দন করে; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও; **মূর্চ্ছিতঃ**—মূর্ছিত হয়; **কশ্মলম্ উপগতঃ**—মোহগ্রস্ত হয়ে; **যথা**—যেমন; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **ইহ**—এখানে; **অদৃষ্ট-দোষাঃ**—নির্দোষ ব্যক্তি; **উপরুদ্ধাঃ**—দণ্ডদানের জন্য গ্রেপ্তার করা হলে।

অনুবাদ

ইহলোকে যে রাজা বা রাজপুরুষ দণ্ডদানের অযোগ্য ব্যক্তিকে দণ্ড প্রদান করে, কিংবা অদণ্ডনীয় ব্রাহ্মণকে শরীরদণ্ড প্রদান করে, সেই পাপীকে যমদূতেরা সূকরমুখ নরকে নিয়ে যায়। সেখানে অত্যন্ত বলশালী যমদূতেরা তাকে ইক্ষুদণ্ডের মতো নিষ্পেষণ করে। তখন সে আর্তস্বরে রোদন করতে থাকে, এবং নির্দোষ ব্যক্তি দণ্ডিত হলে যেমন মোহগ্রস্ত হয়ে মূর্ছাপ্রাপ্ত হয়, সেও সেইভাবে মূর্ছিত হয়। নির্দোষ ব্যক্তিকে দণ্ডদান করার এই ফল।

শ্লোক ১৭

যস্ত্বিহ বৈ ভূতানামীশ্বরোপকল্পিতবৃত্তীনামবিবিক্তপরব্যথানাং স্বয়ং পুরুষোপকল্পিতবৃত্তির্বিবিক্তপরব্যথো ব্যথামাচরতি স পরত্রান্ধকূপে তদভিদ্রোহেণ নিপততি তত্র হাসৌ তৈর্জন্তুভিঃ পশুমৃগপক্ষিসরীসৃপৈর্মশকযূকামৎকুণমক্ষিকাদিভির্যে কে চাভিদ্রুগ্ধাস্তৈঃ সর্বতোঽভিদ্রুহ্যমাণস্তমসি বিহতনিদ্রানির্বৃতিরলব্ধাবস্থানঃ পরিক্রামতি যথা কুশরীরে জীবঃ ॥ ১৭ ॥

যঃ—যে; **তু**—কিন্তু; **ইহ**—এই জীবনে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **ভূতানাম্**—কোন জীবদের; **ঈশ্বর**—পরমেশ্বরের দ্বারা; **উপকল্পিত**—নির্ণীত; **বৃত্তীনাম্**—জীবিকা নির্বাহের বৃত্তি; **অবিবিক্ত**—না বুঝে; **পর-ব্যথানাম্**—অন্যের বেদনা; **স্বয়ম্**—

স্বয়ং; **পুরুষ-উপকল্পিত**—ভগবানের দ্বারা নির্ধারিত; **বৃত্তিঃ**—জীবিকা; **বিবিক্ত**—বুঝতে পেরে; **পর-ব্যথঃ**—অন্যদের ব্যথা; **ব্যথাম্ আচরতি**—বেদনা দেয়; **সঃ**—সেই ব্যক্তি; **পরত্র**—পরবর্তী জীবনে; **অন্ধকূপে**—অন্ধকূপ নামক নরকে; **তৎ**—তাদের; **অভিদ্রোহেণ**—দ্রোহ করার ফলে; **নিপততি**—পতিত হয়; **তত্র**—সেখানে; **হ**—বস্তুতপক্ষে; **অসৌ**—সেই ব্যক্তি; **তৈঃ জন্তুভিঃ**—সেই সমস্ত জন্তুদের দ্বারা; **পশু**—পশু; **মৃগ**—বন্যপশু; **পক্ষি**—পক্ষী; **সরীসৃপৈঃ**—সরীসৃপ; **মশক**—মশা; **যূকা**—উকুন; **মৎকুণ**—কীট; **মক্ষিক-আদিভিঃ**—মাছি ইত্যাদি; **যে কে**—অন্য যা কিছু; **চ**—এবং; **অভিদ্রুগ্ধাঃ**—দণ্ডিত; **তৈঃ**—তাদের দ্বারা; **সর্বতঃ**—সর্বত্র; **অভিদ্রুহ্যমাণঃ**—আহত হয়ে; **তমসি**—অন্ধকারে; **বিহত**—বিক্ষুব্ধ; **নিদ্রা-নির্বৃতিঃ**—বিশ্রামস্থল; **অলব্ধ**—লাভ না করে; **অবস্থানঃ**—বিশ্রামস্থল; **পরিক্রামতি**—ভ্রমণ করে; **যথা**—ঠিক যেমন; **কু-শরীরে**—নিম্নস্তরের শরীরে; **জীবঃ**—জীব।

অনুবাদ

ভগবানের আয়োজনে ছারপোকা, মশা ইত্যাদি নিম্নস্তরের প্রাণীরা মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীদের রক্ত পান করে। এই প্রকার নগণ্য প্রাণীদের কোন ধারণা নেই যে, তাদের দংশনের ফলে মানুষের কষ্ট হয়। কিন্তু, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ইত্যাদি উচ্চ শ্রেণীর মানুষদের চেতনা উন্নত, এবং তাই তারা জানে মৃত্যু কত বেদনাদায়ক। বিবেক সমন্বিত মানুষ যদি বিবেকহীন তুচ্ছ প্রাণীদের হত্যা করে অথবা যন্ত্রণা দেয়, তার নিশ্চয়ই পাপ হয়। সেই প্রকার মানুষকে ভগবান অন্ধকূপ নামক নরকে নিক্ষেপ করে দণ্ডদান করেন, এবং সে যে-সমস্ত পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, মশক, উকুন, কীট, মাছি ইত্যাদি প্রাণীদের যন্ত্রণা দিয়েছিল, তাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। তারা তাকে সবদিক থেকে আক্রমণ করে এবং তার ফলে তার নিদ্রা-সুখ একেবারেই নষ্ট হয়ে যায়। যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে সে কোথাও বিশ্রাম করতে না পেরে অন্ধকারে নিরন্তর ছুটাছুটি করতে থাকে। এইভাবে অন্ধকূপে সে একটি নিম্নস্তরের প্রাণীর মতো যন্ত্রণা ভোগ করে।

তাৎপর্য

এই শিক্ষামূলক শ্লোকটি থেকে আমরা জানতে পারি যে, নিম্নস্তরের প্রাণীরা প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে মানুষদের উৎপাত করে, এবং সেই জন্য তারা দণ্ডনীয় নয়। মানুষ উন্নত চেতনা সমন্বিত, তাই সে বর্ণাশ্রম ধর্মের নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে না। যদি তা সে করে, তা হলে দণ্ডনীয় হয়। শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৪/১৩)

বলেছেন, *চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ*—"প্রকৃতির তিনটি গুণ এবং কর্ম অনুসারে মানব-সমাজকে আমি চারটি বর্ণে বিভক্ত করেছি।" তাই সমস্ত মানুষদের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারটি বর্ণে বিভক্ত করা উচিত, এবং তাদের কর্তব্য তাদের স্ব-স্ব বর্ণ অনুসারে আচরণ করা। কখনই শাস্ত্রের বিধি-বিধান লঙ্ঘন করা উচিত নয়। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অন্যান্য প্রাণীরা মানুষকে কষ্ট দিলেও তাদের কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। একটি বাঘ যদি অন্য কোন প্রাণীকে হত্যা করে তার মাংস আহার করে, তার ফলে তার পাপ হয় না, কিন্তু উন্নত চেতনা-সম্পন্ন মানুষ যদি তা করে, তা হলে তার অবশ্যই পাপ হয় এবং সেই জন্য তাকে দণ্ডভোগ করতে হয়। অর্থাৎ, কোন মানুষ যদি তার উন্নত চেতনার সদ্ব্যবহার না করে, একটি পশুর মতো আচরণ করে, তা হলে তাকে অবশ্যই বিভিন্ন প্রকার নরকে দণ্ডভোগ করতে হবে।

শ্লোক ১৮

যস্ত্বিহ বা অসংবিভজ্যাশ্নাতি যৎ কিঞ্চনোপনতমনির্মিতপঞ্চযজ্ঞো বায়সসংস্তুতঃ স পরত্র কৃমিভোজনে নরকাধমে নিপততি তত্র শতসহস্রযোজনে কৃমিকুণ্ডে কৃমিভূতঃ স্বয়ং কৃমিভিরেব ভক্ষ্যমাণঃ কৃমিভোজনো যাবত্তদপ্রত্তাপ্রহুতাদোঽনির্বেশমাত্মানং যাতয়তে ॥ ১৮ ॥

যঃ—যে ব্যক্তি; **তু**—কিন্তু; **ইহ**—এই জীবনে; **বা**—অথবা; **অসংবিভজ্য**—ভাগ না করে; **অশ্নাতি**—আহার করে; **যৎ কিঞ্চন**—যা কিছু; **উপনতম্**—শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় লব্ধ; **অনির্মিত**—অনুষ্ঠান না করে; **পঞ্চ-যজ্ঞঃ**—পঞ্চবিধ যজ্ঞ; **বায়স**—কাক; **সংস্তুতঃ**—সমান বলে বর্ণনা করা হয়; **সঃ**—সেই ব্যক্তি; **পরত্র**—পরবর্তী জীবনে; **কৃমিভোজনে**—কৃমিভোজন নামক; **নরকাধমে**—সব চাইতে নিকৃষ্ট নরকে; **নিপততি**—পতিত হয়; **তত্র**—সেখানে; **শত-সহস্র-যোজনে**—১,০০,০০০ যোজন বিস্তৃত; **কৃমি-কুণ্ডে**—কৃমির কুণ্ডে; **কৃমি-ভূতঃ**—একটি কৃমি হয়ে; **স্বয়ম্**—সে নিজে; **কৃমিভিঃ**—অন্য কৃমিদের দ্বারা; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **ভক্ষ্যমাণঃ**—ভক্ষিত হয়; **কৃমি-ভোজনঃ**—কৃমি ভোজন করে; **যাবৎ**—যতখানি; **তৎ**—সেই কুণ্ডের বিস্তার; **অপ্রত্ত-অপ্রহুত**—নিবেদন করা হয়নি এবং ভাগ করা হয়নি যে খাদ্য; **অদঃ**—যে আহার করে; **অনির্বেশম্**—যে প্রায়শ্চিত্ত করেনি; **আত্মানম্**—নিজেকে; **যাতয়তে**—যন্ত্রণা দেয়।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি কোন ভক্ষ্যদ্রব্য প্রাপ্ত হলে অতিথি, বালক বা বৃদ্ধদের তার যথাযথ অংশ না দিয়ে নিজেই ভোজন করে, অথবা যে ব্যক্তি পঞ্চবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে না, সে কাকতুল্য বলে বর্ণিত হয়। তার মৃত্যুর পর তাকে কৃমিভোজন নামক একটি নিকৃষ্ট নরকে নিক্ষেপ করা হয়। সেই নরকের বিস্তার ১,০০,০০০ যোজন এবং তা কৃমিতে পূর্ণ। সেখানে সেই কৃমিকুণ্ডে একটি কৃমি হয়ে সে কৃমি ভক্ষণ করে এবং সেখানকার কৃমিরা তাকে ভক্ষণ করে। তার মৃত্যুর পূর্বে সে যদি তার অপকর্মের জন্য প্রায়শ্চিত্ত না করে, তা হলে সেই পাপীকে সেই কুণ্ডের বিস্তার যত যোজন তত বছর সেখানে থাকতে হয়।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৩/১৩) বলা হয়েছে—

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥

"ভগবদ্ভক্তরা সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হন, কারণ তাঁরা ভগবানকে নিবেদন করে অন্নাদি গ্রহণ করেন। যারা কেবল স্বার্থপর হয়ে নিজেদের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্য অন্ন পাক করে, তারা কেবল পাপ ভোজন করে।"

ভগবান আমাদের সমস্ত আহার প্রদান করেছেন। *একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্*—সকলের যা কিছু প্রয়োজন, তা সবই ভগবান সরবরাহ করেন। তাই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার মাধ্যমে আমাদের ভগবানের এই কৃপার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। সেটিই সকলের কর্তব্য। প্রকৃতপক্ষে, জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা। *ভগবদ্গীতায়* (৩/৯) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন —

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥

"বিষ্ণুর প্রীতি সম্পাদন করার জন্য কর্ম করা উচিত, তা না হলে কর্ম জীবকে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ করে। তাই, হে কৌন্তেয়, ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্যই কেবল তোমার কর্তব্যকর্ম অনুষ্ঠান কর, এবং তার ফলে তুমি সদাসর্বদা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত থাকতে পারবে।" আমরা যদি যজ্ঞ অনুষ্ঠান না করি এবং প্রসাদ বিতরণ না করি, তা হলে আমাদের জীবন নিন্দনীয় হয় এবং দণ্ডনীয় হয়। যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার পর ব্রাহ্মণ, বালক এবং বৃদ্ধদের প্রসাদ বিতরণ

করার পর আহার করা উচিত। কিন্তু যে কেবল তার নিজের জন্য অথবা তার পরিবারের জন্য রন্ধন করে, তা হলে সে এবং যারা তার সেই খাবার খায়, তারা সকলেই নিন্দনীয় হয়। মৃত্যুর পর তাকে কৃমিভোজন নামক নরকে নিক্ষেপ করা হয়।

শ্লোক ১৯

যস্ত্বিহ বৈ স্তেয়েন বলাদ্বা হিরণ্যরত্নাদীনি ব্রাহ্মণস্য বাপহরত্যন্যস্য বানাপদি পুরুষস্তমমুত্র রাজন্ যমপুরুষা অয়স্ময়ৈরগ্নিপিণ্ডৈঃ সন্দংশৈস্ত্বচি নিষ্কৃষন্তি ॥ ১৯ ॥

যঃ—যে ব্যক্তি; **তু**—কিন্তু; **ইহ**—এই জীবনে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **স্তেয়েন**—চৌর্যবৃত্তির দ্বারা; **বলাৎ**—বলপূর্বক; **বা**—অথবা; **হিরণ্য**—সোনা; **রত্ন**—রত্ন; **আদীনি**—ইত্যাদি; **ব্রাহ্মণস্য**—ব্রাহ্মণের; **বা**—অথবা; **অপহরতি**—অপহরণ করে; **অন্যস্য**—অন্যের; **বা**—অথবা; **অনাপদি**—সঙ্কট উপস্থিত না হলে; **পুরুষঃ**—ব্যক্তি; **তম্**—তাকে; **অমুত্র**—পরলোকে; **রাজন্**—হে রাজন্; **যম-পুরুষাঃ**—যমদূতেরা; **অয়ঃ-ময়ৈঃ**—লৌহনির্মিত; **অগ্নি-পিণ্ডৈঃ**—অগ্নিতে উত্তপ্ত পিণ্ড; **সন্দংশৈঃ**—সাঁড়াশির দ্বারা; **ত্বচি**—ত্বকে; **নিষ্কৃষন্তি**—ছিন্নভিন্ন করে।

অনুবাদ

হে রাজন্, যে ব্যক্তি সঙ্কট উপস্থিত না হলেও ব্রাহ্মণ অথবা অন্য কোন ব্যক্তির স্বর্ণ-রত্ন ইত্যাদি ধন চৌর্যবৃত্তির দ্বারা অথবা বল প্রয়োগের দ্বারা অপহরণ করে, তাকে সন্দংশ নামক নরকে নিক্ষেপ করা হয়। সেখানে লৌহময় অগ্নিপিণ্ড এবং সাঁড়াশির দ্বারা তার ত্বক ছিন্নভিন্ন করা হয়। এইভাবে তার সারা শরীর কেটে টুকরো টুকরো করা হয়।

শ্লোক ২০

যস্ত্বিহ বা অগম্যাং স্ত্রিয়মগম্যং বা পুরুষং যোষিদভিগচ্ছতি তাবমুত্র কশয়া তাড়য়ন্তস্তিগ্ময়া সূর্ম্যা লোহময্যা পুরুষমালিঙ্গয়ন্তি স্ত্রিয়ং চ পুরুষরূপয়া সূর্ম্যা ॥ ২০ ॥

যঃ—যে ব্যক্তি; **তু**—কিন্তু; **ইহ**—এই জীবনে; **বা**—অথবা; **অগম্যাম্**—অগম্যা; **স্ত্রিয়ম্**—স্ত্রী; **অগম্যম্**—অগম্য; **বা**—অথবা; **পুরুষম্**—পুরুষ; **যোষিৎ**—স্ত্রী; **অভিগচ্ছতি**—সম্ভোগের জন্য অভিগমন করে; **তৌ**—তারা উভয়ে; **অমুত্র**—পরলোকে; **কশয়া**—চাবুকের দ্বারা; **তাড়য়ন্তঃ**—তাড়ন করে; **তিগ্ময়া**—অত্যন্ত তপ্ত; **সূর্ম্যা**—মূর্তির দ্বারা; **লোহ-ময্যা**—লৌহ-নির্মিত; **পুরুষম্**—পুরুষ; **আলিঙ্গয়ন্তি**—আলিঙ্গন করে; **স্ত্রিয়ম্**—স্ত্রী; **চ**—এবং; **পুরুষ-রূপয়া**—পুরুষরূপী; **সূর্ম্যা**—মূর্তির দ্বারা।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি অগম্যা স্ত্রীতে এবং যে স্ত্রী অগম্য পুরুষে অভিগমন করে, পরলোকে যমদূতেরা তাদের তপ্তসূর্মি নামক নরকে নিয়ে গিয়ে চাবুক দিয়ে প্রহার করে এবং তারপর পুরুষকে তপ্ত লৌহময় স্ত্রীমূর্তি ও স্ত্রীকে সেই প্রকার পুরুষ-মূর্তির দ্বারা আলিঙ্গন করায়। এটিই অবৈধ যৌন সঙ্গের দণ্ড।

তাৎপর্য

সাধারণত বিবাহিতা স্ত্রী ব্যতীত অন্য কারও সঙ্গে পুরুষের যৌনসঙ্গে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। বৈদিক বিধান অনুসারে, অপরের স্ত্রীকে মাতৃবৎ দর্শন করা উচিত, এবং মাতা, ভগিনী ও কন্যার সঙ্গে যৌন সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। কেউ যদি পরস্ত্রীর সঙ্গে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হয়, তা হলে তা মায়ের সঙ্গে যৌনসঙ্গে লিপ্ত হওয়ার মতো বলে বিবেচনা করা হয়। সেই আচরণ অত্যন্ত পাপময়। স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রেও সেই নিয়ম বলবৎ রয়েছে; কোন স্ত্রী যদি তার পতি ব্যতীত অন্য কোন পুরুষের সঙ্গে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হয়, তা হলে সেই সম্পর্ক পিতা অথবা পুত্রের সঙ্গে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হওয়ার মতো। অবৈধ যৌন সম্পর্ক সর্বদাই নিষিদ্ধ হয়েছে, এবং যে পুরুষ অথবা স্ত্রী সেই সম্পর্কে লিপ্ত হয়, তাকে এই শ্লোকের বর্ণনা অনুসারে দণ্ডভোগ করতে হবে।

শ্লোক ২১

যস্ত্বিহ বৈ সর্বাভিগমস্তমমুত্র নিরয়ে বর্তমানং বজ্রকণ্টকশাল্মলীমারোপ্য নিষ্কর্ষন্তি ॥ ২১ ॥

যঃ—যে; **তু**—কিন্তু; **ইহ**—এই জীবনে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **সর্ব-অভিগমঃ**—মানুষ এবং পশু সকলের সঙ্গেই মৈথুন পরায়ণ হয়; **তম্**—তাকে; **অমুত্র**—পরলোকে;

নিরয়ে—নরকে; **বর্তমানম্**—বিদ্যমান; **বজ্রকণ্টক-শাল্মলীম্**—যে শাল্মলী বৃক্ষের কাঁটা বজ্রের মতো; **আরোপ্য**—তাকে আরোহণ করিয়ে; **নিষ্কর্ষন্তি**—টানতে থাকে।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি পশুতেও অভিগমন করে, তার মৃত্যুর পর তাকে বজ্রকণ্টক-শাল্মলী নামক নরকে নিক্ষেপ করা হয়। সেই নরকে একটি শাল্মলী বৃক্ষ রয়েছে, যার কাঁটা বজ্রের মতো। যমদূতেরা সেই পাপীকে তার উপর চড়িয়ে টানতে থাকে এবং তার ফলে সেই কাঁটার দ্বারা তার সারা দেহ ছিন্নভিন্ন হয়।

তাৎপর্য

মানুষের যৌন আবেদন এতই প্রবল যে, কখনও কখনও পুরুষেরা গাভী ইত্যাদি পশুর সঙ্গে এবং স্ত্রীলোকেরা কুকুরের সঙ্গে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হয়। এই প্রকার স্ত্রী এবং পুরুষদের বজ্রকণ্টক-শাল্মলী নামক নরকে নিক্ষেপ করা হয়। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে অবৈধ যৌনসঙ্গ বর্জন করা হয়। এই সমস্ত শ্লোকের বর্ণনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, অবৈধ যৌনসঙ্গ একটি অত্যন্ত গর্হিত পাপকর্ম। কখনও কখনও মানুষ নরকের এই সমস্ত বর্ণনা বিশ্বাস করে না, কিন্তু তারা বিশ্বাস করুক অথবা না করুক, প্রকৃতির নিয়মে সবকিছুই সম্পাদিত হবে, কেউই তা এড়াতে পারবে না।

শ্লোক ২২

যে ত্বিহ বৈ রাজন্যা রাজপুরুষা বা অপাখণ্ডা ধর্মসেতূন্ ভিন্দন্তি তে সম্পরেত্য বৈতরণ্যাং নিপতন্তি ভিন্নমর্যাদাস্তস্যাং নিরয়পরিখাভূতায়াং নদ্যাং যাদোগণৈরিতস্ততো ভক্ষ্যমাণা আত্মনা ন বিযুজ্যমানাশ্চাসুভিরুহ্য-মানাঃ স্বাঘেন কর্মপাকমনুস্মরন্তো বিণ্মূত্রপূয়শোণিতকেশনখাস্থিমেদো-মাংসবসাবাহিন্যামুপতপ্যন্তে ॥ ২২ ॥

যে—যে ব্যক্তি; **তু**—কিন্তু; **ইহ**—এই জীবনে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **রাজন্যাঃ**—রাজপরিবারের সদস্য অথবা ক্ষত্রিয়; **রাজপুরুষাঃ**—উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী; **বা**—অথবা; **অপাখণ্ডাঃ**—দায়িত্বশীল পরিবারে জন্ম গ্রহণ করা সত্ত্বেও; **ধর্ম-সেতূন্**—ধর্মনীতির মর্যাদা; **ভিন্দন্তি**—লঙ্ঘন করে; **তে**—তারা; **সম্পরেত্য**—মৃত্যুর পর; **বৈতরণ্যাম্**—বৈতরণী নামক; **নিপতন্তি**—পতিত হয়; **ভিন্ন-মর্যাদাঃ**—মর্যাদা

লঙ্ঘনকারী; **তস্যাম্**—তাতে; **নিরয়-পরিখা-ভূতায়াম্**—নরক পরিবেষ্টনকারী পরিখা; **নদ্যাম্**—নদীতে; **যাদঃ-গণৈঃ**—হিংস্র জলচর প্রাণীদের দ্বারা; **ইতঃ ততঃ**—ইতস্তত; **ভক্ষ্যমাণাঃ**—ভক্ষণ করে; **আত্মনা**—দেহের দ্বারা; **ন**—না; **বিযুজ্যমানাঃ**—আলাদা হয়ে; **চ**—এবং; **অসুভিঃ**—প্রাণবায়ু; **উহ্যমানাঃ**—বাহিত হয়ে; **স্ব-অঘেন**—তার নিজের পাপকর্মের দ্বারা; **কর্ম-পাকম্**—তার পাপকর্মের ফলে; **অনুস্মরন্তঃ**—স্মরণ করে; **বিট্**—বিষ্ঠার; **মূত্র**—মূত্র; **পূয়**—পুঁজ; **শোণিত**—রক্ত; **কেশ**—চুল; **নখ**—নখ; **অস্থি**—অস্থি; **মেদঃ**—মেদ; **মাংস**—মাংস; **বসা**—চর্বি; **বাহিন্যাম্**—নদীতে; **উপতপ্যন্তে**—ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করে।

অনুবাদ

যে সমস্ত রাজন্য বা রাজপুরুষ ক্ষত্রিয় আদি দায়িত্বশীল পরিবারে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও ধর্মনীতির অবহেলা করে এবং তার ফলে অধঃপতিত হয়, তারা মৃত্যুর পর বৈতরণী নামক নরকের নদীতে পতিত হয়। নরক বেষ্টনকারী পরিখাসদৃশ এই নদীটি ভয়ঙ্কর জলচর প্রাণীতে পূর্ণ। পাপী ব্যক্তি যখন এই বৈতরণী নদীতে নিক্ষিপ্ত হয়, তখন সেখানকার হিংস্র জলচরেরা তাকে ভক্ষণ করতে শুরু করে। কিন্তু তার ভয়ঙ্কর পাপকর্মের ফলে তার প্রাণ বহির্গত হয় না। সে তার পাপকর্মের কথা স্মরণ করতে করতে বিষ্ঠা, মূত্র, পুঁজ, রক্ত, কেশ, নখ, অস্থি, মেদ, মাংস এবং চর্বিপূর্ণ সেই নদীতে যন্ত্রণাভোগ করতে থাকে।

শ্লোক ২৩

যে ত্বিহ বৈ বৃষলীপতয়ো নষ্টশৌচাচারনিয়মাস্ত্যক্তলজ্জাঃ পশুচর্যাং চরন্তি তে চাপি প্রেত্য পূয়বিণ্মূত্রশ্লেষ্মমলাপূর্ণার্ণবে নিপতন্তি তদেবাতিবীভৎসিতমশ্নন্তি ॥ ২৩ ॥

যে—যে ব্যক্তি; **তু**—কিন্তু; **ইহ**—এই জীবনে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **বৃষলী-পতয়ঃ**—শূদ্রপতি; **নষ্ট**—ভ্রষ্ট; **শৌচ-আচার-নিয়মাঃ**—শুচিতা, সদাচার এবং নিয়ন্ত্রিত জীবন; **ত্যক্ত-লজ্জাঃ**—লজ্জাবিহীন; **পশু-চর্যাম্**—পশুর মতো আচরণ; **চরন্তি**—আচরণ করে; **তে**—তারা; **চ**—ও; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **প্রেত্য**—মৃত্যুর পর; **পূয়**—পুঁজ; **বিট্**—বিষ্ঠা; **মূত্র**—মূত্র; **শ্লেষ্মা**—শ্লেষ্ম; **মলা**—লালা; **পূর্ণ**—পূর্ণ; **অর্ণবে**—সমুদ্রে; **নিপতন্তি**—পতিত হয়; **তৎ**—তা; **এব**—কেবল; **অতিবীভৎসিতম্**—অত্যন্ত ঘৃণ্য; **অশ্নন্তি**—ভক্ষণ করে।

অনুবাদ

শূদ্রা-রমণীদের নির্লজ্জ পতিরা ঠিক একটি পশুর মতো জীবন যাপন করে, এবং তাই তাদের জীবন সদাচার, শৌচ এবং নিয়মবিহীন। মৃত্যুর পর তাদের পূয়োদ নামক নরকে নিক্ষেপ করা হয়, যা পুঁজ, মূত্র, শ্লেষ্মা, লালা ইত্যাদি ঘৃণিত বস্তুতে পূর্ণ একটি সমুদ্র। সেখানে তারা এই সমস্ত অতি ঘৃণিত পদার্থ ভক্ষণ করতে বাধ্য হয়।

তাৎপর্য

শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন—

কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড,
অমৃত বলিয়া যেবা খায় ।
নানা যোনি সদা ফিরে, কদর্য ভক্ষণ করে,
তার জন্ম অধঃপাতে যায় ॥

যারা কর্মকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ডের মার্গ অনুসরণ করে, তারা মানব-জীবনের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে সংসার চক্রে অধঃপতিত হয়। এইভাবে তাদের পূয়োদ নামক নরকে পতিত হয়ে বিষ্ঠা, মূত্র, পুঁজ, শ্লেষ্মা, লালা ইত্যাদি অতি ঘৃণিত সমস্ত পদার্থ ভক্ষণ করতে বাধ্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই শ্লোকে বিশেষ করে যে শূদ্রদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা লক্ষ্যণীয়। শূদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও যদি উন্নতি সাধনের চেষ্টা না করে, তা হলে তাকে বার বার পূয়োদ সাগরে ফিরে গিয়ে অত্যন্ত ঘৃণিত পদার্থসমূহ ভক্ষণ করতে হবে। অতএব শূদ্রকুলোদ্ভূত ব্যক্তিকেও ব্রাহ্মণ হওয়ার চেষ্টা করতে হবে; সেটিই মানব-জীবনের উদ্দেশ্য। সকলেরই কর্তব্য নিজের উন্নতি সাধন করা। *ভগবদ্গীতায়* (৪/১৩) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ*—"জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ অনুসারে এবং কর্ম অনুসারে আমি মানব-সমাজে চারটি বর্ণের সৃষ্টি করেছি।" কেউ যদি গুণগতভাবেও শূদ্র হয়, তার অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে তার অবস্থার উন্নতি সাধন করে ব্রাহ্মণ হতে চেষ্টা করা। মানুষের বর্তমান স্থিতি যাই হোক না কেন, তাকে কখনও ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণব পদে উন্নীত হওয়ার পথে বাধা দেওয়া উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে মানুষের কর্তব্য হচ্ছে বৈষ্ণবের স্তরে উন্নীত হওয়া। তখন সে আপনা থেকেই ব্রাহ্মণ হয়ে যায়। তা সম্ভব হবে কেবল কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রসারের ফলে, কারণ এই আন্দোলনের মাধ্যমে আমরা সকলকে বৈষ্ণব স্তরে

উন্নীত করার চেষ্টা করছি। *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬৬) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*—"অন্য সমস্ত কর্তব্য পরিত্যাগ করে তুমি কেবল আমার শরণাগত হও।" শূদ্র, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্যের ধর্ম পরিত্যাগ করে বৈষ্ণবের ধর্ম অবলম্বন করা উচিত, যার মধ্যে ব্রাহ্মণত্ব আপনা থেকেই নিহিত রয়েছে। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (৯/৩২) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিশ্লেষণ করেছেন—

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥

"হে পার্থ, অন্ত্যজ ম্লেচ্ছগণ ও বেশ্যাদি পতিতা স্ত্রীলোকেরা, তথা বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি নীচ বর্ণস্থ মানুষেরা আমার অনন্য ভক্তিকে বিশেষভাবে আশ্রয় করলে অবিলম্বে পরাগতি লাভ করে।" মনুষ্য-জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া। সেই সুযোগ শূদ্র, বৈশ্য, স্ত্রী অথবা ক্ষত্রিয় নির্বিশেষে সকলকেই দেওয়া উচিত। এটিই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের উদ্দেশ্য। কিন্তু, কেউ যদি শূদ্র হয়েই সন্তুষ্ট থাকে, তা হলে এই শ্লোকের বর্ণনা অনুসারে তাকে অবশ্যই যন্ত্রণাভোগ করতে হবে—*তদ্ এবাতিবীভৎসিতম্ অশ্নন্তি।*

শ্লোক ২৪

যে ত্বিহ বৈ শ্বগর্দভপতয়ো ব্রাহ্মণাদয়ো মৃগয়াবিহারা অতীর্থে চ মৃগান্নিঘ্নন্তি তানপি সম্পরেতাঁল্লক্ষ্যভূতান্ যমপুরুষা ইষুভির্বিধ্যন্তি ॥২৪॥

যে—যারা; **তু**—কিন্তু; **ইহ**—এই জীবনে; **বৈ**—অথবা; **শ্ব**—কুকুর; **গর্দভ**—এবং গাধার; **পতয়ঃ**—পালক; **ব্রাহ্মণ-আদয়ঃ**—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য; **মৃগয়া-বিহারাঃ**—বনে পশু শিকার করে আনন্দ উপভোগ করে; **অতীর্থে**—বিধি বহির্ভূত; **চ**—ও; **মৃগান্**—পশু; **নিঘ্নন্তি**—হত্যা করে; **তান্**—তাদের; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **সম্পরেতান্**—মৃত্যুর পর; **লক্ষ্য-ভূতান্**—লক্ষ্য হয়ে; **যম-পুরুষাঃ**—যমদূতদের; **ইষুভিঃ**—বাণের দ্বারা; **বিধ্যন্তি**—বিদ্ধ হয়।

অনুবাদ

উচ্চ বর্ণের মানুষ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য) যদি কুকুর, গর্দভ ইত্যাদি পশু পালনে আসক্ত হয় এবং অনর্থক মৃগয়ায় গিয়ে পশু হত্যা করে, তা হলে মৃত্যুর পর তাকে প্রাণরোধ নামক নরকে নিক্ষেপ করা হয়। সেখানে যমদূতেরা তাকে তাদের লক্ষ্য বানিয়ে বাণের দ্বারা বিদ্ধ করে।

তাৎপর্য

বিশেষ করে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা শিকার করার জন্য কুকুর এবং ঘোড়া রাখে। পাশ্চাত্যেই হোক কিংবা প্রাচ্যেই হোক, এই কলিযুগে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা বনে গিয়ে অনর্থক পশু হত্যা করে। উচ্চ বর্ণের মানুষদের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের) কর্তব্য ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলন করা। শূদ্রদেরও সেই স্তরে উন্নীত হওয়ার সুযোগ দেওয়া তাদের একটি কর্তব্য। কিন্তু তা না করে তারা যদি পশু শিকারে লিপ্ত হয়, তা হলে এই শ্লোকের বর্ণনা অনুসারে তাদের দণ্ডভোগ করতে হবে। কেবল তারা যমদূতদের বাণের দ্বারাই বিদ্ধ হয় না, তারা পুঁজ, মূত্র এবং বিষ্ঠার সমুদ্রেও নিক্ষিপ্ত হয়।

শ্লোক ২৫

যে ত্বিহ বৈ দাম্ভিকা দম্ভযজ্ঞেষু পশূন্ বিশসন্তি তানমুষ্মিঁল্লোকে বৈশসে নরকে পতিতান্নিরয়পতয়ো যাতয়িত্বা বিশসন্তি ॥ ২৫ ॥

যে—যারা; **তু**—কিন্তু; **ইহ**—এই জীবনে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **দাম্ভিকাঃ**—ধন-সম্পদ ও প্রতিষ্ঠার গর্বে যারা অত্যন্ত গর্বিত; **দম্ভ-যজ্ঞেষু**—দম্ভ প্রকাশকারী যজ্ঞে; **পশূন্**—পশু; **বিশসন্তি**—হত্যা করে; **তান্**—তাদের; **অমুষ্মিন্ লোকে**—পরলোকে; **বৈশসে**—বৈশস অথবা বিশসন; **নরকে**—নরকে; **পতিতান্**—পতিত হয়; **নিরয়-পতয়ঃ**—যমদূতেরা; **যাতয়িত্বা**—অশেষ যন্ত্রণা দেয়; **বিশসন্তি**—হত্যা করে।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি ইহলোকে ধন এবং প্রতিষ্ঠার গর্বে গর্বিত হয়ে, দম্ভ প্রকাশ করার জন্য যজ্ঞে পশু বলি দেয়, তাকে মৃত্যুর পর বিশসন নামক নরকে নিক্ষেপ করা হয়। সেখানে যমদূতেরা তাকে অশেষ যন্ত্রণা দিয়ে বধ করে।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৬/৪১) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে*—"ভক্তিযোগ অনুশীলন করার ফলে মানুষ উচ্চ ব্রাহ্মণকুলে অথবা সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করে।" এই প্রকার জন্ম গ্রহণ করার পর, মানুষের কর্তব্য হচ্ছে ভক্তিযোগে সিদ্ধি লাভের উদ্দেশ্যে সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করা। কিন্তু অসৎ-সঙ্গের ফলে মানুষ ভুলে যায় যে, ভগবানের কৃপায় সে সেই সম্ভ্রান্ত

পদ প্রাপ্ত হয়েছে, এবং সে কালীপূজা, দুর্গাপূজা আদি তথাকথিত যজ্ঞে অসহায় পশুদের বলি দিয়ে সেই সুযোগের অপব্যবহার করে। সেই প্রকার ব্যক্তিরা যে কিভাবে দণ্ডভোগ করে, তা এখানে বর্ণিত হয়েছে। এই শ্লোকে *দম্ভযজ্ঞে* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। কেউ যদি বৈদিক নির্দেশ লঙ্ঘন করে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে এবং পশুবলি দেওয়ার উদ্দেশ্যে লোক-দেখানো যজ্ঞ করে, তা হলে মৃত্যুর পর তাকে দণ্ডভোগ করতে হয়। কলকাতায় কতকগুলি কসাইখানা রয়েছে, যেখানে দাবি করা হয় যে, মা কালীর কাছে নিবেদন করে সেই মাংস বিক্রী করা হচ্ছে। শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, মাসে কেবল একবার একটি ছোট পাঁঠা মা কালীর কাছে বলি দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু কোথাও বলা হয়নি যে, মন্দিরে পূজা করার নাম করে কসাইখানা খুলে প্রতিদিন অনর্থক বহু পশু বলি দেওয়া যেতে পারে। যারা তা করে, তারা যে কি প্রকার দণ্ডভোগ করবে, তা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ২৬

যস্ত্বিহ বৈ সবর্ণাং ভার্যাং দ্বিজো রেতঃ পায়য়তি কামমোহিতস্তং পাপকৃতমমুত্র রেতঃকুল্যায়াং পাতয়িত্বা রেতঃ সম্পায়য়ন্তি ॥ ২৬ ॥

যঃ—যে ব্যক্তি; **তু**—কিন্তু; **ইহ**—এই জীবনে; **বৈ**—প্রকৃতপক্ষে; **সবর্ণাম্**—একই বর্ণের; **ভার্যাম্**—পত্নীকে; **দ্বিজঃ**—উচ্চ বর্ণের মানুষ (যেমন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য); **রেতঃ**—বীর্য; **পায়য়তি**—পান করায়; **কাম-মোহিতঃ**—কামের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়ে; **তম্**—তাকে; **পাপ-কৃতম্**—পাপ করার ফলে; **অমুত্র**—পরলোকে; **রেতঃ-কুল্যায়াম্**—শুক্রের নদীতে; **পাতয়িত্বা**—নিক্ষেপ করে; **রেতঃ**—শুক্র; **সম্পায়য়ন্তি**—বলপূর্বক পান করানো হয়।

অনুবাদ

যে মূর্খ দ্বিজ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য) তার সবর্ণা পত্নীকে বশে রাখার জন্য নিজের শুক্র পান করায়, পরলোকে যমদূতেরা তাকে লালাভক্ষ নামক নরকে নিক্ষেপ করে এবং সেখানে শুক্রনদীর মধ্যে তাকে শুক্র পান করায়।

তাৎপর্য

পত্নীকে নিজের শুক্র বলপূর্বক পান করানো এক প্রকার তান্ত্রিক আচার, যা অত্যন্ত কামার্ত ব্যক্তিরা অনুষ্ঠান করে। যারা এই অতি জঘন্য কার্যটি অনুষ্ঠান করে, তারা

বলে যে, পত্নীকে যদি বলপূর্বক পতির শুক্র পান করানো যায়, তা হলে সেই পত্নী তার পতির অত্যন্ত বশীভূত থাকে। সাধারণত নিম্ন শ্রেণীর মানুষেরা এই ধরনের তান্ত্রিক আচারে লিপ্ত, কিন্তু উচ্চ বর্ণের মানুষেরা যদি তা করে, তা হলে তার মৃত্যুর পর তাকে লালাভক্ষ নামক নরকে নিক্ষেপ করা হয়। সেখানে তাকে শুক্র নদীতে ডুবিয়ে বলপূর্বক শুক্র পান করানো হয়।

শ্লোক ২৭

যে ত্বিহ বৈ দস্যবোঽগ্নিদা গরদা গ্রামান্ সার্থান্ বা বিলুম্পন্তি রাজানো রাজভটা বা তাংশ্চাপি হি পরেত্য যমদূতা বজ্রদংষ্ট্রাঃ শ্বানঃ সপ্তশতানি বিংশতিশ্চ সরভসং খাদন্তি ॥ ২৭ ॥

যে—যারা; **তু**—কিন্তু; **ইহ**—এই জীবনে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **দস্যবঃ**—দস্যু এবং তস্কর; **অগ্নিদাঃ**—আগুন লাগায়; **গরদাঃ**—বিষ প্রদান করে; **গ্রামান্**—গ্রাম; **সার্থান্**—বণিক সম্প্রদায়; **বা**—অথবা; **বিলুম্পন্তি**—লুণ্ঠন করে; **রাজানঃ**—রাজাগণ; **রাজভটাঃ**—রাজপুরুষ; **বা**—অথবা; **তান্**—তাদের; **চ**—ও; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **পরেত্য**—মৃত্যুর পর; **যমদূতাঃ**—যমদূতগণ, **বজ্র-দংষ্ট্রাঃ**—বজ্রতুল্য কঠিন দন্ত সমন্বিত; **শ্বানঃ**—কুকুর; **সপ্ত-শতানি**—সাত শত; **বিংশতিঃ**—কুড়ি; **চ**—এবং; **স-রভসম্**—গভীর তৃপ্তি সহকারে; **খাদন্তি**—ভক্ষণ করে।

অনুবাদ

ইহলোকে যে সমস্ত ব্যক্তি দস্যুবৃত্তি করে পরগৃহে অগ্নি দেয় অথবা বিষ প্রদান করে, অথবা যে সমস্ত রাজা বা রাজপুরুষ আয়কর আদায়ের নামে অথবা অন্যান্য উপায়ে বণিক সম্প্রদায়কে লুণ্ঠন করে, মৃত্যুর পর সেই সমস্ত অসুরদের সারমেয়াদন নামক নরকে নিক্ষেপ করা হয়। সেখানে ৭২০টি বজ্রের মতো দন্ত সমন্বিত কুকুর রয়েছে। যমদূতের নির্দেশে সেই কুকুরগুলি অত্যন্ত তৃপ্তির সঙ্গে সেই সমস্ত পাপীদের ভক্ষণ করে ।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই কলিযুগে সকলেই অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ এবং সরকারের দ্বারা অত্যধিক কর গ্রহণ—এই তিন প্রকার উৎপাতের দ্বারা সর্বদা অত্যন্ত উৎপীড়িত হবে। যেহেতু মানুষেরা ক্রমশ অধিক

থেকে অধিকতর পাপ-পরায়ণ হচ্ছে, তাই অনাবৃষ্টি হবে এবং তার ফলে স্বাভাবিক ভাবেই দুর্ভিক্ষ হবে। দুর্ভিক্ষ এবং ত্রাণের অজুহাতে সরকার প্রচুর কর ধার্য করবে, বিশেষ করে ধনী বণিক সম্প্রদায়ের উপর। এই শ্লোকে সেই প্রকার সরকারকে দস্যু বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাদের প্রধান কার্য হবে জনসাধারণের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করা । তা সে নির্জন পথে পথিকের সর্বস্ব অপহরণকারী দস্যু হোক অথবা রাজকর্মচারী রূপ দস্যু হোক, তারা পরলোকে সারমেয়াদন নরকে নিক্ষিপ্ত হয়ে দণ্ডভোগ করবে, যেখান বজ্রদংষ্ট্রা নামক কুকুরেরা তাদের ভক্ষণ করবে।

শ্লোক ২৮

যস্ত্বিহ বা অনৃতং বদতি সাক্ষ্যে দ্রব্যবিনিময়ে দানে বা কথঞ্চিৎ স বৈ প্রেত্য নরকেঽবীচিমত্যধঃশিরা নিরবকাশে যোজনশতোচ্ছ্রায়াদ্ গিরিমূর্ধ্নঃ সম্পাত্যতে যত্র জলমিব স্থলমশ্মপৃষ্ঠমবভাসতে তদবীচিমত্তিলশো বিশীর্যমাণশরীরো ন ম্রিয়মাণঃ পুনরারোপিতো নিপততি ॥ ২৮ ॥

যঃ—যে; **তু**—কিন্তু; **ইহ**—এই জীবনে; **বা**—অথবা; **অনৃতম্**—মিথ্যা; **বদতি**—বলে; **সাক্ষ্যে**—সাক্ষ্য প্রদান করার সময়; **দ্রব্য-বিনিময়ে**—দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করার সময়; **দানে**—দান করার সময়; **বা**—অথবা; **কথঞ্চিৎ**—কোনও প্রকারে; **সঃ**—সেই ব্যক্তি; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **প্রেত্য**—মৃত্যুর পর; **নরকে**—নরকে; **অবীচিমতি**—অবীচিমৎ নামক (যেখানে জল নেই); **অধঃ-শিরাঃ**—মাথা নীচের দিকে করে; **নিরবকাশে**—কোন রকম অবলম্বন ব্যতীত; **যোজন-শত**—এক শত যোজন (৮০০ মাইল); **উচ্ছ্রায়াৎ**—উচ্চ; **গিরি**—পর্বতের; **মূর্ধ্নঃ**—শিখর থেকে; **সম্পাত্যতে**—ছুঁড়ে ফেলা হয়; **যত্র**—যেখানে; **জলমিব**—জলের মতো; **স্থলম্**—স্থল; **অশ্ম-পৃষ্ঠম্**—পাথরের পৃষ্ঠস্থল; **অবভাসতে**—মনে হয়; **তৎ**—তা; **অবীচিমৎ**—জলবিহীন বা তরঙ্গবিহীন; **তিলশঃ**—তিল তিল করে; **বিশীর্যমাণ**—বিদীর্ণ হয়; **শরীরঃ**—শরীর; **ন ম্রিয়মাণঃ**—মৃত্যু হয় না; **পুনঃ**—পুনরায়; **আরোপিতঃ**—শিখরে উঠিয়ে; **নিপততি**—নিক্ষেপ করা হয়।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি ইহলোকে সাক্ষ্য প্রদান করার সময়, ক্রয়-বিক্রয় করার সময় এবং দান করার সময় কোন প্রকার মিথ্যা কথা বলে, পরলোকে যমদূতেরা তাকে শত যোজন উন্নত পর্বত শিখর থেকে মাথা নীচের দিকে করে অবীচিমৎ নামক নরকে

নিক্ষেপ করে। সেই নরকের কোন অবলম্বন স্থান নেই, এবং প্রস্তর নির্মিত পৃষ্ঠস্থল জলের মতো প্রতীত হয়। কিন্তু সেখানে কোন জল নেই, তাই তাকে বলে অবীচিমৎ (জলহীন)। সেই পাপীদের বার বার পাহাড়ের উপর থেকে নিক্ষেপ করা হলেও, এবং তাদের দেহ তিল তিল করে বিদীর্ণ হলেও, তাদের মৃত্যু হয় না এবং তারা নিরন্তর সেই যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকে।

শ্লোক ২৯

যস্ত্বিহ বৈ বিপ্রো রাজন্যো বৈশ্যো বা সোমপীথস্তৎকলত্রং বা সুরাং ব্রতস্থোঽপি বা পিবতি প্রমাদতস্তেষাং নিরয়ং নীতানামুরসি পদাক্রম্যাস্যে বহ্নিনা দ্রবমাণং কার্ষ্ণায়সং নিষিঞ্চন্তি ॥ ২৯ ॥

যঃ—যে; **তু**—কিন্তু; **ইহ**—এই জীবনে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **বিপ্রঃ**—বিদ্বান ব্রাহ্মণ; **রাজন্যঃ**—ক্ষত্রিয়; **বৈশ্যঃ**—বৈশ্য; **বা**—অথবা; **সোম-পীথঃ**—সোমরস পান করে; **তৎ**—তার; **কলত্রম্**—পত্নী; **বা**—অথবা; **সুরাম্**—সুরা; **ব্রতস্থঃ**—ব্রতপরায়ণ হয়ে; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **বা**—অথবা; **পিবতি**—পান করে; **প্রমাদতঃ**—মোহবশত; **তেষাম্**—তাদের; **নিরয়ম্**—নরকে; **নীতানাম্**—নীত হয়ে; **উরসি**—বক্ষে; **পদা**—পা দিয়ে; **আক্রম্য**—চেপে ধরে; **অস্যে**—মুখে; **বহ্নিনা**—আগুনের দ্বারা; **দ্রবমাণম্**—দ্রবীভূত; **কার্ষ্ণায়সম্**—লোহা; **নিষিঞ্চন্তি**—ঢেলে দেয়।

অনুবাদ

যে ব্রাহ্মণ অথবা ব্রাহ্মণী সুরাপান করে, কিংবা যে ক্ষত্রিয় কিংবা বৈশ্য ব্রতপরায়ণ হয়ে প্রমাদবশত সোমরস পান করে, যমদূতেরা তাদের অয়ঃপান নরকে নিয়ে যায়। অয়ঃপান নরকে যমদূতেরা তাদের পা দিয়ে পাপীদের বক্ষঃস্থল চেপে ধরে তাদের মুখে অত্যন্ত উত্তপ্ত তরল লোহা ঢেলে দেয়।

তাৎপর্য

কেবল নামে মাত্র ব্রাহ্মণ হয়ে সব রকম পাপকর্ম, বিশেষ করে সুরাপান করা উচিত নয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের কর্তব্য হচ্ছে তাদের বর্ণ অনুসারে আচরণ করা। তারা যদি শূদ্রের মতো অধঃপতিত হয়ে সুরাপান করে, তা হলে এই শ্লোকের বর্ণনা অনুসারে তাদের দণ্ডভোগ করতে হবে।

শ্লোক ৩০

অথ চ যস্ত্বিহ বা আত্মসম্ভাবনেন স্বয়মধমো জন্মতপোবিদ্যাচারবর্ণাশ্রম-বতো বরীয়সো ন বহু মন্যেত স মৃতক এব মৃত্বা ক্ষারকর্দমে নিরয়েঽবাক্‌শিরা নিপাতিতো দুরন্তা যাতনা হ্যশ্নুতে ॥ ৩০ ॥

অথ—অধিকন্তু; **চ**—ও; **যঃ**—যে ব্যক্তি; **তু**—কিন্তু; **ইহ**—এই জীবনে; **বা**—অথবা; **আত্ম-সম্ভাবনেন**—অহঙ্কারের ফলে; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **অধমঃ**—অত্যন্ত অধঃপতিত; **জন্ম**—উচ্চকুলে জন্ম; **তপঃ**—তপস্যা; **বিদ্যা**—জ্ঞান; **আচার**—সদাচার; **বর্ণ-আশ্রম-বতঃ**—নিষ্ঠা সহকারে বর্ণাশ্রম ধর্ম অনুসরণকারী; **বরীয়সঃ**—শ্রেষ্ঠ; **ন**—না; **বহু**—অধিক; **মন্যেত**—শ্রদ্ধা; **সঃ**—সেই; **মৃতকঃ**—মৃতদেহ; **এব**—কেবল; **মৃত্বা**—মৃত্যুর পর; **ক্ষারকর্দমে**—ক্ষারকর্দম নামক; **নিরয়ে**—নরকে; **অবাক্-শিরা**—মাথা নীচের দিকে করে; **নিপাতিতঃ**—নিক্ষেপ করা হয়; **দুরন্তাঃ যাতনাঃ**—অত্যন্ত যন্ত্রণা; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অশ্নুতে**—ভোগ করে।

অনুবাদ

যে নীচ কুলোদ্ভূত এবং অধম হওয়া সত্ত্বেও 'আমি বড়' বলে মিথ্যা অহঙ্কারপূর্বক জন্ম, তপস্যা, বিদ্যা, আচার, বর্ণ অথবা আশ্রমে তার থেকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে যথাযথভাবে সম্মান প্রদর্শন করে না, সে জীবিত অবস্থাতেই মৃত এবং মৃত্যুর পর তাকে ক্ষারকর্দম নামক নরকে নিক্ষেপ করা হয়। সেখানে সে যমদূতদের দ্বারা প্রচণ্ডভাবে নির্যাতিত হয়ে অত্যন্ত দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করে।

তাৎপর্য

কখনও মিথ্যা অহঙ্কার করা উচিত নয়। জন্ম, বিদ্যা, আচার, বর্ণ অথবা আশ্রমে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে সম্মান প্রদর্শন করা অবশ্য কর্তব্য। অহঙ্কারে মত্ত হয়ে যদি এই প্রকার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সম্মান প্রদর্শন না করা হয়, তা হলে তাকে ক্ষারকর্দম নরকে দণ্ডভোগ করতে হবে।

শ্লোক ৩১

যে ত্বিহ বৈ পুরুষাঃ পুরুষমেধেন যজন্তে যাশ্চ স্ত্রিয়ো নৃপশূন্ খাদন্তি তাংশ্চ তে পশব ইব নিহতা যমসদনে যাতয়ন্তো রক্ষোগণাঃ সৌনিকা ইব স্বধিতিনাবদায়াসৃক্ পিবন্তি নৃত্যন্তি চ গায়ন্তি চ হৃষ্যমাণা যথেহ পুরুষাদাঃ ॥ ৩১ ॥

যে—যে ব্যক্তি; **তু**—কিন্তু; **ইহ**—এই জীবনে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **পুরুষাঃ**—মানুষ; **পুরুষ-মেধেন**—নরবলির দ্বারা; **যজন্তে**—পূজা করে (কালী অথবা ভদ্রকালীকে); **যাঃ**—যারা; **চ**—এবং; **স্ত্রিয়ঃ**—স্ত্রীদের; **নৃ-পশূন্**—যে মানুষদের বলি দেওয়া হয়; **খাদন্তি**—ভক্ষণ করে; **তান্**—তাদের; **চ**—এবং; **তে**—তারা; **পশবঃ ইব**—পশুর মতো; **নিহতাঃ**—নিহত হয়ে; **যমসদনে**—যমালয়ে; **যাতয়ন্তঃ**—যন্ত্রণা দিয়ে; **রক্ষঃ-গণাঃ**—রাক্ষস হয়ে; **সৌনিকাঃ**—ঘাতকদের; **ইব**—সদৃশ; **স্বধিতিনা**—খড়্গের দ্বারা; **অবদায়**—টুকরো টুকরো করে কেটে; **অসৃক্**—রক্ত; **পিবন্তি**—পান করে; **নৃত্যন্তি**—নৃত্য করে; **চ**—এবং; **গায়ন্তি**—গান করে; **চ**—ও; **হৃষ্যমাণাঃ**—আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে; **যথা**—ঠিক যেমন; **ইহ**—ইহলোকে; **পুরুষ-আদাঃ**—নর-খাদকেরা।

অনুবাদ

এই পৃথিবীতে অনেক পুরুষ এবং স্ত্রী রয়েছে, যারা ভৈরব অথবা ভদ্রকালীর কাছে নরবলি দিয়ে তাদের মাংস খায়। যারা এই ধরনের যজ্ঞ করে, তাদের মৃত্যুর পর যমালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, এবং তারা যাদের বলি দিয়েছিল তারা রাক্ষস হয়ে সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রের দ্বারা সেখানে তাদের খণ্ড খণ্ড করে কাটে। ইহলোকে যজ্ঞকারী ব্যক্তি যেভাবে নরবলি দিয়ে তার রক্ত পান করে আনন্দে নৃত্য-গীত করে, হিংসিত ব্যক্তিরাও তেমন পরলোকে যজ্ঞকারীর রক্ত পান করে আনন্দে নৃত্য-গীত করে।

শ্লোক ৩২

যে ত্বিহ বা অনাগসোঽরণ্যে গ্রামে বা বৈশ্রম্ভকৈরুপসৃতানুপবিশ্রম্ভ্য জিজীবিষূন্ শূলসূত্রাদিষূপপ্রোতান্ ক্রীড়নকতয়া যাতয়ন্তি তেঽপি চ প্রেত্য যমযাতনাসু শূলাদিষু প্রোতাত্মানঃ ক্ষুত্ড্‌ভ্যাং চাভিহতাঃ কঙ্কবটাদিভিশ্চেতস্ততস্তিগ্মতুণ্ডৈরাহন্যমানা আত্মশমলং স্মরন্তি ॥ ৩২ ॥

যে—যে ব্যক্তি; **তু**—কিন্তু; **ইহ**—এই জীবনে; **বা**—অথবা; **অনাগসঃ**—নির্দোষ; **অরণ্যে**—বনে; **গ্রামে**—গ্রামে; **বা**—অথবা; **বৈশ্রম্ভকৈঃ**—বিশ্বাসের দ্বারা; **উপসৃতান্**—কাছে এনে; **উপবিশ্রম্ভ্য**—বিশ্বাস উৎপাদন করে; **জিজীবিষূন্**—জীবন রক্ষার জন্য; **শূল-সূত্র-আদিষু**—শূল, সূত্র ইত্যাদির দ্বারা; **উপপ্রোতান্**—বিদ্ধ করে; **ক্রীড়নকতয়া**—ক্রীড়নকের মতো; **যাতয়ন্তি**—যন্ত্রণা দেয়; **তে**—তারা; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **চ**—এবং; **প্রেত্য**—মৃত্যুর পর; **যম-যাতনাসু**—যম-যন্ত্রণা;

শূল-আদিষু—শূল ইত্যাদিতে; **প্রোত-আত্মানঃ**—বিদ্ধ হয়ে; **ক্ষুৎ-তৃড্‌ভ্যাম্**—ক্ষুধা এবং তৃষ্ণার দ্বারা; **চ**—ও; **অভিহতাঃ**—অভিভূত হয়ে; **কঙ্ক-বট-আদিভিঃ**—বক, শকুন আদি পক্ষীর দ্বারা; **চ**—এবং; **ইতঃ ততঃ**—ইতস্তত; **তিগ্ম-তুণ্ডৈঃ**—তীক্ষ্ণ চঞ্চু; **আহন্যমানাঃ**—নির্যাতিত হয়ে; **আত্ম-শমলম্**—তাদের পাপকর্মের; **স্মরন্তি**—স্মরণ করে।

অনুবাদ

যে সমস্ত মানুষ ইহলোকে গ্রামে বা অরণ্যে জীবন রক্ষার্থে আগত পশু-পাখিদের আশ্রয় দান পূর্বক বিশ্বাস জন্মিয়ে শূল অথবা সূত্রের দ্বারা তাদের বিদ্ধ করে এবং তারপর ক্রীড়নকের মতো ক্রীড়া করে প্রবল যন্ত্রণা দেয়, তারা মৃত্যুর পর যমদূতদের দ্বারা শূলপ্রোত নামক নরকে নীত হয় এবং তাদের শরীর তীক্ষ্ণ শূল ইত্যাদির দ্বারা বিদ্ধ করা হয়। সেখানে তারা ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় পীড়িত হয়, এবং চতুর্দিক থেকে বক, শকুন প্রভৃতি তীক্ষ্ণ-চঞ্চু পক্ষী এসে তাদের দেহ ছিন্নভিন্ন করতে থাকে। এইভাবে যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে তারা তখন তাদের পূর্বকৃত পাপকর্মের কথা স্মরণ করতে থাকে।

শ্লোক ৩৩

যে ত্বিহ বৈ ভূতান্যুদ্বেজয়ন্তি নরা উল্বণস্বভাবা যথা দন্দশূকাস্তেঽপি প্রেত্য নরকে দন্দশূকাখ্যে নিপতন্তি যত্র নৃপ দন্দশূকাঃ পঞ্চমুখাঃ সপ্তমুখা উপসৃত্য গ্রসন্তি যথা বিলেশয়ান্ ॥ ৩৩ ॥

যে—যে সমস্ত ব্যক্তি; **তু**—কিন্তু; **ইহ**—এই জীবনে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **ভূতানি**—জীবদের; **উদ্বেজয়ন্তি**—অনর্থক যন্ত্রণা দেয়; **নরাঃ**—মানুষ; **উল্বণ-স্বভাবাঃ**—ক্রোধপরায়ণ; **যথা**—ঠিক যেমন; **দন্দশূকাঃ**—সর্প; **তে**—তারা; **অপি**—ও; **প্রেত্য**—মৃত্যুর পর; **নরকে**—নরকে; **দন্দশূক-আখ্যে**—দন্দশূক নামক; **নিপতন্তি**—পতিত হয়; **যত্র**—যেখানে; **নৃপ**—হে রাজন্; **দন্দশূকাঃ**—সর্প; **পঞ্চমুখাঃ**—পাঁচটি ফণা সমন্বিত; **সপ্তমুখাঃ**—সাতটি ফণা সমন্বিত; **উপসৃত্য**—উঁচু করে; **গ্রসন্তি**—গ্রাস করে; **যথা**—ঠিক যেমন; **বিলেশয়ান্**—মূষিক।

অনুবাদ

যারা ইহলোকে সর্পের মতো ক্রোধপরায়ণ হয়ে অন্য প্রাণীদের যন্ত্রণা দেয়, তারা পরলোকে দন্দশূক নামক নরকে পতিত হয়। হে রাজন্, সেই নরকে পঞ্চমুখ ও সপ্তমুখ সর্পেরা তাদের মূষিকের মতো গ্রাস করে।

শ্লোক ৩৪

যে ত্বিহ বা অন্ধাবটকুসূলগুহাদিষু ভূতানি নিরুন্ধন্তি তথামুত্র তেষেবোপবেশ্য সগরেণ বহ্নিনা ধূমেন নিরুন্ধন্তি ॥ ৩৪ ॥

যে—যে সমস্ত ব্যক্তি; **তু**—কিন্তু; **ইহ**—এই জীবনে; **বা**—অথবা; **অন্ধ-অবট**—অন্ধকূপে; **কুসূল**—ধানের গোলায়; **গুহা-আদিষু**—গুহা ইত্যাদিতে; **ভূতানি**—জীবদের; **নিরুন্ধন্তি**—রুদ্ধ করে; **তথা**—তেমনই; **অমুত্র**—পরবর্তী জীবনে; **তেষু**—সেই প্রকার স্থানে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **উপবেশ্য**—প্রবেশ করিয়ে; **সগরেণ**—বিষাক্ত ধূমের দ্বারা; **বহ্নিনা**—অগ্নির দ্বারা; **ধূমেন**—ধোঁয়ার দ্বারা; **নিরুন্ধন্তি**—রুদ্ধ করে রাখা হয়।

অনুবাদ

যারা ইহলোকে অন্য প্রাণীদের অন্ধকূপে, গোলায় বা পাহাড়ের গুহায় রুদ্ধ করে কষ্ট দেয়, মৃত্যুর পর তাদের অবটনিরোধন নামক নরকে নিক্ষেপ করা হয়। সেখানে অন্ধকূপ আদিতে বিষাক্ত ধূম এবং বহ্নির দ্বারা শ্বাসরোধ করে তাদের কঠোরভাবে যন্ত্রণা দেওয়া হয়।

শ্লোক ৩৫

যস্ত্বিহ বা অতিথীনভ্যাগতান্ বা গৃহপতিরসকৃদুপগতমন্যুর্দিধক্ষুরিব পাপেন চক্ষুষা নিরীক্ষতে তস্য চাপি নিরয়ে পাপদৃষ্টেরক্ষিণী বজ্রতুণ্ডা গৃধ্রাঃ কঙ্ককাকবটাদয়ঃ প্রসহ্যোরুবলাদুৎপাটয়ন্তি ॥ ৩৫ ॥

যঃ—যে ব্যক্তি; **তু**—কিন্তু; **ইহ**—এই জীবনে; **বা**—অথবা; **অতিথীন্**—অতিথি; **অভ্যাগতান্**—অভ্যাগতদের; **বা**—অথবা; **গৃহ-পতিঃ**—গৃহপতি; **অসকৃৎ**—বহুবার; **উপগত**—প্রাপ্ত হয়ে; **মন্যুঃ**—ক্রোধ; **দিধক্ষুঃ**—দগ্ধ করতে উদ্যত; **ইব**—সদৃশ; **পাপেন**—পাপী; **চক্ষুসা**—চক্ষুতে; **নিরীক্ষতে**—দৃষ্টিপাত করে; **তস্য**—তার; **চ**—এবং; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **নিরয়ে**—নরকে; **পাপ-দৃষ্টেঃ**—পাপপূর্ণ যার দৃষ্টি; **অক্ষিণী**—চক্ষু; **বজ্রতুণ্ডাঃ**—বজ্রের মতো কঠিন চঞ্চুবিশিষ্ট; **গৃধ্রাঃ**—শকুন; **কঙ্ক**—বক; **কাক**—কাক; **বট-আদয়ঃ**—এবং অন্যান্য পক্ষী; **প্রসহ্য**—সহসা; **উরু-বলাৎ**—বলপূর্বক; **উৎপাটয়ন্তি**—উৎপাটন করে।

অনুবাদ

যে গৃহপতি অতিথি অভ্যাগত দেখলে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং পাপকুটিল দৃষ্টি দ্বারা যেন তাদের ভস্মীভূত করতে উদ্যত হয়, তাকে পর্যাবর্তন নামক নরকে নিক্ষেপ করা হয়, যেখানে বজ্রের মতো কঠিন চক্ষুবিশিষ্ট শকুন, বক, কাক ইত্যাদি পক্ষীরা সেই পাপদৃষ্টি ব্যক্তির চক্ষু সহসা বলপূর্বক উৎপাটন করে।

তাৎপর্য

বৈদিক শিষ্টাচার অনুসারে শত্রুও যদি গৃহে আসে, তা হলে গৃহস্থের কর্তব্য এমনভাবে তার সঙ্গে আচরণ করা যাতে সে ভুলে যাবে যে, সে তার শত্রুর বাড়িতে এসেছে। গৃহে যখন অতিথি আসে, তখন তাকে অত্যন্ত বিনীতভাবে স্বাগত জানানো উচিত। যদি সে অবাঞ্ছিতও হয়, তবুও গৃহস্থের তার প্রতি ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকানো উচিত নয়, কারণ যে তা করে, তাকে মৃত্যুর পর পর্যাবর্তন নামক নরকে নিক্ষেপ করা হবে এবং সেখানে শকুন, কাক, বক ইত্যাদি হিংস্র পাখিরা সহসা তার চক্ষু উৎপাটন করে নেবে।

শ্লোক ৩৬

যস্ত্বিহ বা আঢ্যাভিমতিরহঙ্কৃতিস্তির্যক্প্রেক্ষণঃ সর্বতোঽভিবিশঙ্কী অর্থব্যয়নাশচিন্তয়া পরিশুষ্যমাণহৃদয়বদনো নির্বৃতিমনবগতো গ্রহ ইবার্থমভিরক্ষতি স চাপি প্রেত্য তদুৎপাদনোৎকর্ষণসংরক্ষণশমলগ্রহঃ সূচীমুখে নরকে নিপততি যত্র হ বিত্তগ্রহং পাপপুরুষং ধর্মরাজপুরুষা বায়কা ইব সর্বতোঽঙ্গেষু সূত্রৈঃ পরিবয়ন্তি ॥ ৩৬ ॥

যঃ—যে ব্যক্তি; **তু**—কিন্তু; **ইহ**—এই লোকে; **বা**—অথবা; **আঢ্য-অভিমতিঃ**—ধনগর্বে গর্বিত; **অহঙ্কৃতিঃ**—অহঙ্কারাচ্ছন্ন; **তির্যক্প্রেক্ষণঃ**—বক্র দৃষ্টি; **সর্বতঃ অভিবিশঙ্কী**—অন্যদের দ্বারা, এমনকি গুরুজনদের দ্বারা প্রতারিত হওয়ার ভয়ে সন্দিগ্ধমনা; **অর্থ-ব্যয়-নাশ-চিন্তয়া**—ব্যয় অথবা ক্ষতির চিন্তায়; **পরিশুষ্যমাণ**—শুষ্ক; **হৃদয়-বদনঃ**—তার হৃদয় এবং মুখ; **নির্বৃতিম্**—সুখ; **অনবগতঃ**—প্রাপ্ত না হয়ে; **গ্রহঃ**—পিশাচ; **ইব**—সদৃশ; **অর্থম্**—ধন-সম্পদ; **অভিরক্ষতি**—রক্ষা করে; **সঃ**—সে; **চ**—ও; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **প্রেত্য**—মৃত্যুর পর; **তৎ**—সেই সম্পদের; **উৎপাদন**—আয় করার জন্য; **উৎকর্ষণ**—বৃদ্ধি করে; **সংরক্ষণ**—রক্ষা করে; **শমল-**

গ্রহঃ—পাপকর্মের পন্থা অবলম্বন করে; **সূচীমুখে**—সূচীমুখ নামক; **নরকে**—নরকে; **নিপততি**—পতিত হয়; **যত্র**—যেখানে; **হ**—বস্তুতপক্ষে; **বিত্তগ্রহম্**—ধনলোভী পিশাচ; **পাপ-পুরুষম্**—অত্যন্ত পাপী ব্যক্তি; **ধর্মরাজ-পুরুষাঃ**—যমদূতেরা; **বায়কাঃ ইব**—সুদক্ষ তাঁতীর মতো; **সর্বতঃ**—সমস্ত; **অঙ্গেষু**—অঙ্গে; **সূত্রৈঃ**—সুতার দ্বারা; **পরিবয়ন্তি**—সেলাই করে।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি ইহলোকে তার ধনের গর্বে গর্বিত, সে মনে করে, "আমি কত ধনী। কে আমার সমকক্ষ হতে পারে?" এইভাবে অহঙ্কারে বক্রদৃষ্টি হয়ে সে সব সময় শঙ্কিত থাকে যে, অন্যেরা তার ধন অপহরণ করে নেবে। এমনকি সে তার গুরুজনদেরও সন্দেহ করে। এইভাবে ধন হারানোর ভয়ে তার হৃদয় ও বদন শুষ্ক হয়ে যায়, এবং তার ফলে তাকে ঠিক একটি পিশাচের মতো দেখতে লাগে। সে কখনই সুখ পায় না এবং দুশ্চিন্তাহীন জীবন বলতে যে কি বোঝায়, তা সে জানতে পারে না। ধন উপার্জন, বর্ধন ও রক্ষণের জন্য যেহেতু তাকে পাপকর্ম করতে হয়, তার ফলে তাকে সূচীমুখ নামক নরকে নিক্ষেপ করা হয়, সেখানে যমদূতেরা তার সর্বাঙ্গে তাঁতীর মতো সূত্র বয়ন করে।

তাৎপর্য

কেউ যখন প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন অর্জন করে, তখন সে অবশ্যই অত্যন্ত গর্বিত হয়ে ওঠে। আধুনিক সভ্যতায় মানুষের অবস্থা ঠিক সেই রকম। বৈদিক সংস্কৃতি অনুসারে ব্রাহ্মণদের কাছে কিছু থাকে না। ক্ষত্রিয়দের ধন-সম্পদ কেবল বৈদিক নির্দেশ অনুসারে যজ্ঞ আদি মহৎ কর্ম সম্পাদনের জন্য। বৈশ্য কৃষি, গোরক্ষা এবং বাণিজ্যের মাধ্যমে সদুপায়ে অর্থ উপার্জন করে। কিন্তু শূদ্র যদি ধন প্রাপ্ত হয়, তাহলে সে তার অপব্যয় করে অথবা অকারণে সঞ্চয় করে। যেহেতু এই যুগে সুযোগ্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য নেই এবং সকলেই শূদ্রে পরিণত হয়েছে (*কলৌ শূদ্রসম্ভবাঃ*), তাই আধুনিক সভ্যতায় শূদ্র মনোভাবের ফলে প্রচুর ক্ষতি হচ্ছে। ভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে যে কিভাবে অর্থের সদ্ব্যবহার করতে হয়, তা শূদ্রেরা জানে না। ধন-সম্পদকে বলা হয় লক্ষ্মী, এবং লক্ষ্মীদেবী সর্বদা নারায়ণের সেবায় যুক্ত। তাই ধন-সম্পদ নারায়ণের সেবায় লাগানো অবশ্য কর্তব্য। সকলেরই কর্তব্য কৃষ্ণভাবনামৃতের মহান আন্দোলন প্রচার করার উদ্দেশ্যে তাদের ধন-সম্পদ ব্যবহার করা। তা না করে কেউ যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন

সংগ্রহ করে, তা হলে সে অবশ্যই ধনমদে মত্ত হবে। প্রকৃতপক্ষে সমস্ত ধন-সম্পদ শ্রীকৃষ্ণের। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৫/২৯) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্*—"আমি সমস্ত যজ্ঞ এবং তপস্যার প্রকৃত ভোক্তা, এবং আমিই সর্বলোকমহেশ্বর।" অতএব শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া অন্য কেউই কোন কিছুর মালিক নয়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন যদি থাকে, তা হলে তা শ্রীকৃষ্ণের জন্য ব্যয় করা উচিত। তা না করা হলে, মানুষ তার মিথ্যা সম্পদের গর্বে গর্বিত হবে এবং তার ফলে পরবর্তী জীবনে তাকে এই শ্লোকের বর্ণনা অনুসারে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে।

শ্লোক ৩৭

এবংবিধা নরকা যমালয়ে সন্তি শতশঃ সহস্রশস্তেষু সর্বেষু চ সর্ব এবাধর্মবর্তিনো যে কেচিদিহোদিতা অনুদিতাশ্চাবনিপতে পর্যায়েণ বিশন্তি তথৈব ধর্মানুবর্তিন ইতরত্র ইহ তু পুনর্ভবে ত উভয়শেষাভ্যাং নিবিশন্তি ॥ ৩৭ ॥

এবংবিধাঃ—এই প্রকার; **নরকাঃ**—বহু নরক; **যম-আলয়ে**—যমালয়ে; **সন্তি**—রয়েছে; **শতশঃ**—শত শত; **সহস্রশঃ**—হাজার হাজার; **তেষু**—সেই সমস্ত নরকে; **সর্বেষু**—সমস্ত; **চ**—ও; **সর্বে**—সমস্ত; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **অধর্ম-বর্তিনঃ**—যারা বৈদিক নিয়ম অথবা বিধি-বিধান পালন করে না; **যে কেচিৎ**—যে কেউ; **ইহ**—এখানে; **উদিতাঃ**—উল্লেখ করা হয়েছে; **অনুদিতাঃ**—উল্লেখ করা হয়নি; **চ**—এবং; **অবনি-পতে**—হে রাজন্; **পর্যায়েণ**—বিভিন্ন প্রকার পাপকর্মের মাত্রা অনুসারে; **বিশন্তি**—প্রবেশ করে; **তথা এব**—তেমনই; **ধর্ম-অনুবর্তিনঃ**—যারা পুণ্যবান এবং বৈদিক নির্দেশ অনুসারে আচরণ করে; **ইতরত্র**—অন্য কোথাও; **ইহ**—এই লোকে; **তু**—কিন্তু; **পুনঃ-ভবে**—অন্য জন্মে; **তে**—তারা সকলে; **উভয়-শেষাভ্যাম্**—পাপ অথবা পুণ্যের অবশিষ্ট অংশের দ্বারা; **নিবিশন্তি**—তারা প্রবেশ করে।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, যমালয়ে এই প্রকার শত সহস্র নরক রয়েছে। যে সমস্ত পাপীদের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, এবং যাদের কথা উল্লেখ করা হয়নি, তারা সকলেই তাদের পাপকর্মের মাত্রা অনুসারে বিভিন্ন প্রকার নরকে প্রবেশ করবে। আর যারা পুণ্যবান, তারা স্বর্গ আদি পুণ্যময় লোকে গমন করে। কিন্তু,

পাপী এবং পুণ্যবান উভয়কেই তাদের কর্মফল শেষ হয়ে যাওয়ার পর এই পৃথিবীতে ফিরে আসতে হয়।

তাৎপর্য

এই বর্ণনাটি *ভগবদ্গীতার* প্রথম দিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের অনুরূপ। *তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ* —এই জড় জগতে জীবকে বিভিন্ন লোকে এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হতে হয়। *ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা*—যাঁরা সত্ত্বগুণে রয়েছেন, তাঁরা স্বর্গলোকে উন্নীত হন। *অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ*—তেমনই, যারা তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন, তারা নরকে প্রবেশ করে। কিন্তু তারা উভয়েই জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবদ্ধ। *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে যে, যারা পুণ্যবান তাদেরও স্বর্গলোকে সুখভোগ করার পর পুনরায় এই মর্ত্যলোকে ফিরে আসতে হয় (*ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি*)। তাই, এক লোক থেকে আর এক লোকে গমনাগমনের ফলে জীবনের প্রকৃত সমস্যার সমাধান হয় না। জীবনের সমস্যার সমাধান তখনই হবে, যখন আর জড় শরীর ধারণ করতে হবে না। কৃষ্ণভাবনাময় হওয়ার ফলেই কেবল তা সম্ভব। সেই সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৪/৯) বলেছেন—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥

"হে অর্জুন, যিনি আমার এই প্রকার দিব্য জন্ম এবং কর্ম যথাযথভাবে জানেন, তাঁকে আর দেহত্যাগ করার পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না, তিনি আমার নিত্য ধাম লাভ করেন।" সেটিই হচ্ছে জীবনের প্রকৃত সিদ্ধি এবং সমস্ত সমস্যার প্রকৃত সমাধান। স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার জন্য আগ্রহী হওয়া উচিত নয়, সেই সঙ্গে এমনভাবে আচরণ করাও উচিত নয় যার ফলে নরকে যেতে হতে পারে। জড় জগতে পূর্ণ উদ্দেশ্য তখনই সাধিত হবে, যখন আমরা আমাদের চিন্ময় স্বরূপ প্রাপ্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যাব। সেই উদ্দেশ্য সাধনের সরল পন্থাটি বর্ণনা করে ভগবান বলেছেন—*সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ* । পাপী অথবা পুণ্যবান কোনটিই হওয়া উচিত নয়। কেবল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হয়ে তাঁর ভক্ত হওয়া উচিত। শরণাগতির এই পন্থাটিও অত্যন্ত সরল। একটি শিশু পর্যন্তও তা করতে পারে। *মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু* । কেবল হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—এই মহামন্ত্র কীর্তন করে সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করা, শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত হওয়া, তাঁর পূজা করা এবং তাঁকে প্রণতি নিবেদন করা । এইভাবে জীবনের সমস্ত কার্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় অর্পণ করা উচিত।

শ্লোক ৩৮

নিবৃত্তিলক্ষণমার্গ আদাবেব ব্যাখ্যাতঃ । এতাবানেবাণ্ডকোশো যশ্চতুর্দশধা পুরাণেষু বিকল্পিত উপগীয়তে যত্তদ্ভগবতো নারায়ণস্য সাক্ষান্মহাপুরুষস্য স্থবিষ্ঠং রূপমাত্মমায়াগুণময়মনুবর্ণিতমাদৃতঃ পঠতি শৃণোতি শ্রাবয়তি স উপগেয়ং ভগবতঃ পরমাত্মনোঽগ্রাহ্যমপি শ্রদ্ধাভক্তিবিশুদ্ধবুদ্ধির্বেদ ॥৩৮॥

নিবৃত্তি-লক্ষণ-মার্গঃ—ত্যাগের লক্ষণ সমন্বিত পন্থা বা মুক্তির পন্থা; **আদৌ**—শুরুতে (দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্কন্ধে); **এব**—বস্তুতপক্ষে; **ব্যাখ্যাতঃ**—বর্ণিত হয়েছে; **এতাবান্**—এইটুকু; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অণ্ডকোশঃ**—বিশাল অণ্ডসদৃশ ব্রহ্মাণ্ড; **যঃ**—যা; **চতুর্দশধা**—চৌদ্দটি ভাগে; **পুরাণেষু**—পুরাণে; **বিকল্পিতঃ**—বিভক্ত; **উপগীয়তে**—বর্ণিত হয়েছে; **যৎ**—যা; **তৎ**—তা; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **নারায়ণস্য**—নারায়ণের; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **মহাপুরুষস্য**—পরম পুরুষের; **স্থবিষ্ঠম্**—স্থূল; **রূপম্**—রূপ; **আত্মমায়া**—তাঁর নিজের শক্তির; **গুণ**—গুণের; **ময়ম্**—সমন্বিত; **অনুবর্ণিতম্**—বর্ণিত; **আদৃতঃ**—শ্রদ্ধাযুক্ত; **পঠতি**—পাঠ করে; **শৃণোতি**—অথবা শ্রবণ করে; **শ্রাবয়তি**—অথবা ব্যাখ্যা করে; **সঃ**—সেই ব্যক্তি; **উপগেয়ম্**—গীত; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **পরমাত্মনঃ**—পরমাত্মার; **অগ্রাহ্যম্**—যা বোঝা অত্যন্ত কঠিন; **অপি**—যদিও; **শ্রদ্ধা**—শ্রদ্ধা; **ভক্তি**—এবং ভক্তির দ্বারা; **বিশুদ্ধ**—শুদ্ধ; **বুদ্ধিঃ**—যাঁর বুদ্ধি; **বেদ**—হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।

অনুবাদ

শুরুতে (শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্কন্ধে) আমি বর্ণনা করেছি কিভাবে মুক্তির পথে অগ্রসর হওয়া যায়। পুরাণে ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্দশ ভুবনের বর্ণনা করা হয়েছে। এই বিরাট রূপটি ভগবানের শক্তি এবং গুণের দ্বারা সৃষ্ট বাহ্য শরীর বলে মনে করা হয়। সাধারণত একে বলা হয় বিরাটরূপ। কেউ যদি শ্রদ্ধা সহকারে ভগবানের এই বাহ্য শরীরের বর্ণনা পাঠ করেন, শ্রবণ করেন অথবা অন্যদের কাছে ব্যাখ্যা করে ভাগবদ্ধর্ম বা কৃষ্ণভক্তির প্রচার করেন, তা হলে তাঁর শ্রদ্ধা এবং কৃষ্ণভক্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে। এই চেতনার বিকাশ করা যদিও অত্যন্ত কঠিন, তবুও এই পন্থায় নিজেকে পবিত্র করে ধীরে ধীরে পরম সত্য পরমেশ্বর ভগবানের পরম চেতনা লাভ করা যায়।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন *শ্রীমদ্ভাগবতের* বাণী আধুনিক যুগের মানুষদের বোধগম্য করে প্রকাশ করছে যাতে তাদের বিশুদ্ধ চেতনার উন্মেষ হয়। এই চেতনা ব্যতীত

মানুষ সম্পূর্ণরূপে অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে । কেউ স্বর্গেই যাক অথবা নরকেই যাক, উভয় ক্ষেত্রেই কেবল তার সময়েরই অপচয় হয়। তাই মানুষের কর্তব্য *শ্রীমদ্ভাগবতের* বর্ণনা অনুসারে ভগবানের বিরাটরূপ সম্বন্ধে শ্রবণ করা। তা তাকে জড় জগতের বদ্ধ অবস্থা থেকে রক্ষা করে মুক্তির পথে ক্রমশ উন্নীত করবে, যাতে সে তার প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে।

শ্লোক ৩৯

শ্রুত্বা স্থূলং তথা সূক্ষ্মং রূপং ভগবতো যতিঃ ।
স্থূলে নির্জিতমাত্মানং শনৈঃ সূক্ষ্মং ধিয়া নয়েদিতি ॥ ৩৯ ॥

শ্রুত্বা—(গুরু পরম্পরার ধারায়) শ্রবণ করে; **স্থূলম্**—স্থূল; **তথা**—এবং; **সূক্ষ্মম্**—সূক্ষ্ম; **রূপম্**—রূপ; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **যতিঃ**—সন্ন্যাসী বা ভক্ত; **স্থূলে**—স্থূল রূপ; **নির্জিতম্**—বিজিত; **আত্মানম্**—মন; **শনৈঃ**—ধীরে ধীরে; **সূক্ষ্মম্**—ভগবানের সূক্ষ্ম চিন্ময় রূপ; **ধিয়া**—বুদ্ধির দ্বারা; **নয়েৎ**—পরিচালিত করা উচিত; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

যিনি মুক্তির পথ অবলম্বন করেছেন এবং বদ্ধ জীবনের প্রতি যাঁর কোন আসক্তি নেই, তাঁকে বলা হয় যতি বা ভক্ত। তাঁর কর্তব্য প্রথমে ভগবানের বিরাট-রূপের চিন্তার দ্বারা মনকে বশীভূত করে, তারপর ধীরে ধীরে মনকে শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় স্বরূপের (সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের) চিন্তায় মগ্ন করা। এইভাবে মন সমাধিস্থ হয়। ভক্তির দ্বারা ভগবানের চিন্ময় স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা যায়, যা ভক্তের চরম লক্ষ্য। এইভাবে তাঁর জীবন সার্থক হয়।

তাৎপর্য

শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে—*মহৎসেবাং দ্বারম্ আহুর্বিমুক্তেঃ*—কেউ যদি মুক্তির পথে অগ্রসর হতে চান, তা হলে তাঁকে মহাত্মা বা শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ করতে হবে, কারণ সেই সঙ্গপ্রভাবে ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর আদির শ্রবণ, কীর্তন এবং স্মরণের পূর্ণ সুযোগ থাকে, যা *শ্রীমদ্ভাগবতে* বর্ণিত হয়েছে। বন্ধনের পথে বার বার জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হতে হয়। যিনি এই বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার অভিলাষী, তাঁর কর্তব্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘে যোগদান করে

ভগবদ্ভক্তদের কাছ থেকে *শ্রীমদ্ভাগবতের* বাণী শ্রবণ করার সুযোগ গ্রহণ করা এবং কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার করার উদ্দেশ্যে তা বিশ্লেষণ করা।

শ্লোক ৪০

ভূদ্বীপবর্ষসরিদদ্রিনভঃসমুদ্র-
পাতালদিঙ্নরকভাগণলোকসংস্থা ।
গীতা ময়া তব নৃপাদ্ভুতমীশ্বরস্য
স্থূলং বপুঃ সকলজীবনিকায়ধাম ॥ ৪০ ॥

ভূ—এই পৃথিবীর; **দ্বীপ**—এবং অন্যান্য লোকের; **বর্ষ**—ভূখণ্ড; **সরিৎ**—নদী; **অদ্রি**—পর্বত; **নভঃ**—আকাশ; **সমুদ্র**—সমুদ্র; **পাতাল**—পাতাল; **দিক্**—দিক; **নরক**—নরক; **ভাগণ-লোক**—নক্ষত্র এবং উচ্চতর লোক; **সংস্থা**—অবস্থিতি; **গীতা**—বর্ণিত; **ময়া**—আমার দ্বারা; **তব**—আপনার জন্য; **নৃপ**—হে রাজন্; **অদ্ভুতম্**—আশ্চর্যজনক; **ঈশ্বরস্য**—পরমেশ্বর ভগবানের; **স্থূলম্**—স্থূল; **বপুঃ**—শরীর; **সকল-জীব-নিকায়**—সমস্ত জীবদের; **ধাম**—আশ্রয়।

অনুবাদ

হে রাজন্, আমি আপনার কাছে এই পৃথিবী, অন্যান্য লোক, বর্ষ, নদী, পর্বত, আকাশ, সমুদ্র, পাতাল, দিক, নরক ও নক্ষত্রমণ্ডল বর্ণনা করলাম। সেগুলি সমস্ত প্রাণীর আশ্রয়স্বরূপ ভগবানের বিরাটরূপ। এইভাবে আমি ভগবানের পরম অদ্ভুত বাহ্য শরীরের ব্যাখ্যা করলাম ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের 'নরকের বর্ণনা' নামক ষড়বিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

—৫ই জুন, ১৯৭৫ হনলুলুর পঞ্চতত্ত্ব মন্দিরে সমাপ্ত হল।

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ প্রভুপাদ তাঁর *গৌড়ীয় ভাষ্যে* পঞ্চম স্কন্ধের পরিশিষ্ট তত্ত্ব নিম্নে প্রদান করেছেন—

শাস্ত্রকারগণ ভগবানের অসংখ্য অবতারশ্রেণীকে দুই ভাগে বিভাগ করিয়াছেন;—প্রাভব ও বৈভব। শাস্ত্রদৃষ্টিতে প্রাভব দুই প্রকার—চিরস্থায়ী ও অতিবিস্তৃত কীর্ত্তিশূন্য। এই স্কন্ধে ৩য়-৬ষ্ঠ অধ্যায়ে যে ঋষভদেবের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে,

তিনি—অতিবিস্তৃত কীর্ত্তিশূন্য এবং দ্বিতীয় প্রকার প্রাভবাবতারদিগের অন্যতম। *শ্রীমদ্ভাগবতের* ১/৩/১৩ শ্লোকে ইঁহার বিষয় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

অষ্টমে মেরুদেব্যাং তু নাভের্জাত উরুক্রমঃ।
দর্শয়ন্ বর্ত্ম ধীরাণাং সর্ব্বাশ্রমনমস্কৃতম্ ॥

অর্থাৎ "অষ্টম-অবতারে ঋষভ-নামক বিষ্ণু জ্ঞানিদিগকে সর্ব্বাশ্রমপূজ্য পারমহংস্য-পন্থা দেখাইয়া আগ্নীধ্র-পুত্র নাভি হইতে তৎপত্নী মেরুদেবীর গর্ভে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।"

ঋষভদেব—ভগবান বিষ্ণু হইতে অভিন্ন এবং তাঁহার দেহ 'অপ্রাকৃত' ও 'সচ্চিদানন্দময়' বলিয়া সিদ্ধান্তিত হওয়ায় তাঁহাতে পুরীষ-পরিত্যাগ প্রভৃতি হেয়াংশের প্রতীতি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? তদুত্তরে বেদান্তাচার্য্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু তৎকৃত *'সিদ্ধান্তরত্নে'র* ১ম পাদ ৬৫-৬৮ অনুচ্ছেদে এই প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—

ঋষভদেবে যে হেয়াংশ কথিত হইয়াছে, তাহা—অজ্ঞ ব্যক্তির যেরূপ প্রতীতি হইয়াছিল, তাহারই বর্ণনা মাত্র; কেননা, তাঁহার চিন্ময়-দেহে তাদৃশ হেয়াংশ অসম্ভব হয়। এই স্কন্ধে (*ভা ৫/৬/১১*) *দেব-মায়া-বিমোহিতাঃ* এই শব্দের দ্বারা অজ্ঞ-প্রতীতি স্পষ্টাক্ষরে জানাইয়াছেন। আবার, (*ভা ৫/৫/১৯*) *ইদং শরীরং মম দুর্বিভাব্যম্* অর্থাৎ 'আমার এই মনুষ্য শরীর—অবিতর্ক্য' এই উক্তি দ্বারা স্বয়ং ঋষভদেবও তাহা-ই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; বিশেষতঃ, তৎসেবক সিদ্ধ-জীবেরই যখন হেয়াংশ-যোগের অভাব কথিত হইয়াছে, তখন তাঁহার সম্বন্ধে ত' কথাই নাই। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—"যে ভগবদ্ভক্তগণ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি দ্বারা জগজ্জনের চিত্তমল ধ্বংস করেন, যাঁহারা—মলমূত্রাদি-রহিত, তাঁহারাই 'পুণ্যশ্লোক' বলিয়া কথিত হন।"

আবার, *ভা ৫/৫/৩২-৩৩* গদ্যে ঋষভদেব নিজ-পুরীষাদি হেয়বস্তুসকলকেও যে উপাদেয়রূপে জানাইয়াছিলেন, তাহা অসদাচারিদিগের কদাচারের পোষকতা-সম্পাদনের জন্যই বুঝিতে হইবে; তাহা না হইলে অর্হৎগণ তাঁহাকে স্বধর্মোপদেষ্টা জানিয়া তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিত না। ভগবান ঋষভদেব যে অধর্মকে পৃষ্ঠদেশে রাখিলেন, বৈদিক আচারভ্রষ্ট ব্যক্তিগণ উহাকেই 'ধর্ম্ম' বলিয়া গ্রহণ করিল। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলিয়াছেন যে, ঋষভদেবের চরিত্র শ্রবণ করিয়া 'কোঙ্ক', 'বেঙ্ক' ও 'কুটক' দেশের রাজা 'অর্হৎ' কলিযুগে অধর্ম-মার্গ অর্থাৎ বেদ-বহির্ভূত চিহ্নধারী পাষণ্ড-সম্প্রদায় পদ্ধতি স্থাপন করিবেন। এই জন্যই ভগবানের নিজমায়া-দ্বারা তৎস্বরূপের অন্যরূপ প্রতীতি হইয়া থাকে। ইহাতে পরম-স্বতন্ত্র ভগবানে বৈষম্য-দোষও ঘটিতেছে না; কেননা, শ্রীভগবান—স্বরূপতঃ শুদ্ধচিন্ময় অথচ তটস্থ-

স্বভাব জীবকে তার স্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহার ফলে তৎকৃত কর্মানুসারেই ফল প্রদান করিয়া থাকেন।

এইরূপে ভগবানের চিন্ময়-দেহে হেয়াংশের অভাব বুঝাইয়া দিয়া *দাবানলস্তদ্ধনমালেলিহানঃ সহ তেন দদাহ* (ভা ৫/৬/৮) অর্থাৎ 'তাঁহার দেহের সঙ্গে ভীষণ দাবানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া সমগ্র কাননকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল'—এই অংশের সঙ্গতি করিতেছেন। উক্ত বাক্যের অর্থ অন্যরূপ, যথা—*তেন সহ*—এস্থলে 'কর্ত্তৃসাহিত্যে তৃতীয়া' অর্থাৎ কর্ত্তা দাবানল ঋষভদেবকে সহায় করিয়াই বনকে দগ্ধ করিয়াছিল। ইহা-দ্বারা কেবলমাত্র দাবানলই বন দগ্ধ করে নাই, পরন্তু ঋষভদেবও করিয়াছিলেন। তাৎপর্য্য এই যে, দাবানল কেবলমাত্র বনই দগ্ধ করিয়াছিল, আর ঋষভদেব বনবাসিদিগের অবিদ্যাকে দগ্ধ করিয়াছিলেন। (ভা ৫/৫/২৮) "ঋষভদেব পুত্রদিগকে উপদেশ দিয়া পারমহংস্য ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন"—এইরূপ যে উক্তি দেখা যায়, তাতে তদ্ধর্ম্মের কেবলমাত্র অনুকরণই দেখা যায় এবং তাঁহার দেহত্যাগ-প্রকারও—যাহা কথিত হইয়াছে, তাহাও—তৎসেবকদিগের দেহাসক্তি পরিত্যাগ করাইবার জন্যই জানিতে হইবে। অষ্টম স্কন্ধে যে ঋষভদেবের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তিনি—এই ঋষভদেব হইতে ভিন্ন।

পঞ্চম স্কন্ধ সমাপ্ত